# কালবৈশাখী———৬

প্রতি সংখ্যা—।•

সম্পাদক • শ্রীঅজিত কুমার চট্টোপাধ্যায়

# কালবৈশাখী

আনন্দে আতঙ্কে মিশি, ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া
মত্ত হাহা রবে,
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর
নৃত্য হোক্ তবে!

—রবীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৬

প্রকাশক

অমিতকুমার চট্টোপাধ্যায়

রোমাঞ্চ গ্রন্থালয়

১২, হরীতকী বাগান লেন, কলিকাতা—৬

মুদ্রাকর

অজিতকুমার চট্টোপাধ্যায়

গোলাপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১২, হরীতকী বাগান লেন, কলিকাতা—৬

আড়াই টাকা

# কালবৈশাখী

## এক

চালাও—চালাও…জোরে—আরো জোরে।

কিন্তু পুলিশ?

পুলিশকে মিছে ভয় করতে যাব কেন?

কিন্তু আমি?

তোমারও ভয়ের কোন কারণ নেই। চালাও গাড়ী….আরো জোরে, আরো জোরে। নাই বা মানলে [illegible] বাঁধন? তার জন্যে যদি জবাবদিহি করতে হয়, করব আমি।

কিন্তু আপনি…

আমার পরিচয় জানতে চাও? জেনে রাখ এবং জেনে রাখাই উচিত—আমি প্রতুল লাহিড়ী।

চোখ দুটো বিস্ফারিত করিয়া গাড়ীর ড্রাইভার বলিয়া উঠিল আপনি প্রতুল লাহিড়ী—ডিটেকটিভ প্রতুল লাহিড়ী?

হ্যাঁ আমি। অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত প্রতুল বলিল, চালাও, চালাও, আরো জোরে—আরো জোরে। এই মুহূর্ত্তে আমায় কমিশনারের কাছে যেতেই হবে। নাম্বো পান্তকে আমি বন্দী করেছি….

কলিকাতার প্রশস্ত একটি রাজপথের বুকের উপর দিয়া গাড়ী উল্কা-বেগেই ছুটিয়া চলিল। সমস্ত পথচারীরা পথ ছাড়িয়া দিল, চলন্ত যান-বাহনগুলোও সভয়-সঙ্কোচে সরিয়া দাঁড়াইল।

সাঙ্কো পাঞ্জা—দুর্দ্ধর্ষ দস্যু-সম্রাট সাঙ্কো পাঞ্জা আজ বন্দী। লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হিংস্র পশুর মতই নিঃসহায়। যার অত্যাচারে দেশবাসী সন্ত্রস্ত....

ড্রাইভারের চিন্তাসূত্র সহসা ছিন্ন হইল।

প্রতুল পুনরায় চীৎকার করিয়া উঠিল, আর জোর নেই ড্রাইভার? গতির শেষ সীমায় পৌঁছেচ?

আরও যতটুকু সম্ভব গতি বাড়াইয়া দিয়া ড্রাইভার আপন মনেই বলিয়া উঠিল, সাঙ্কো পাঞ্জা—সাঙ্কো পাঞ্জা আজ বন্দী, আর আপনি—আপনি প্রতুল বাবু...

প্রতুলকে কে না চেনে? সাঙ্কো পাঞ্জাই বা কার অপরিচিত? ডিটেকটিভ প্রতুল লাহিড়ীকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইবার সৌভাগ্য ইতঃপূর্ব্বে অনেক ট্যাক্সি-চালকের জীবনেই ঘটিয়াছে, কিন্তু দস্যু-সম্রাট সাঙ্কো পাঞ্জার ধৃতকারী প্রতুল লাহিড়ীকে সেই-ই আজ প্রথম লইয়া চলিয়াছে কমিশনারের অফিসে—ভাবিয়া ড্রাই-ভারের বুকখানা অপরিসীম উল্লাসে ও গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল।

পুলিশের বাঁশী বাজিয়া উঠিল, সার্জ্জেণ্টের দল মোটর-বাইক করিয়া তার অনুসরণ করিতে লাগিল, ড্রাইভার কোন দিকে চাহিল না, কোন বাধা মানিল না, গাড়ী ছুটিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত..

প্রতুলের সেদিকে তখন ভ্রূক্ষেপ ছিল না ; জিজ্ঞাসা করিল, কমিশনার সাহেব ভেতরে আছেন ?

কোন উত্তর নাই ; প্রহরীর মাথাটা তখন নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

প্রতুলের আর ধৈর্য্য রহিল না ; দুই হাতে প্রহরীর কাঁধটা ধরিয়া সজোরে নাড়া দিয়া কহিল, কমিশনার সাহেব ভেতরে আছেন ?

মুহূর্ত্তেই প্রহরীটির ঘুমের নেশা টুটিয়া গেল। বিহ্বল হতবুদ্ধির ন্যায় প্রতুলের মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া কহিল, আপনি কি— আপনি কি…

প্রতুল অসহিষ্ণু কণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন করিল, কমিশনার সাহেব ভেতরে আছেন ?

আছেন হুজুর, কিন্তু….

আর কোন কথা না, তুমি আমার কার্ডখানা নিয়ে যাও তাঁর কাছে। পকেট হইতে কার্ড একখানা বাহির করিয়া প্রতুল তার মুখের সামনে ধরিল।

প্রহরী কিন্তু কার্ডখানা স্পর্শ করিল না ; কহিল, আমার ওপর হুকুম আছে….

কোন কথা আর শুনতে চাইনি….প্রহরীটীকে অতিক্রম করিয়া প্রতুল দরজায় সজোরে করাঘাত করিল।

কিন্তু দরজা বন্ধ, বাহির হইতে চাবি দেওয়া।

বাঘের মত লাফ দিয়া প্রতুল একেবারে প্রহরীর সম্মুখে আসিয়া কহিল, চাবিটা খুলে দাও চট্ ক'রে।

তার যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, প্রহরী কিছুতেই কমিশনারের আদেশ লঙ্ঘন করিবে না, তখনই সে পকেট হইতে পিস্তলটা বাহির করিয়া ছুড়িল—এক, দুই, তিন....

গুলি ছোড়ার তাৎপর্য ধরিতে না পারিয়া প্রহরীটি হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

দ্বার খুলিয়া বাহির হইলেন স্বয়ং কমিশনার। মুখে তাঁর উদ্বেগের চিহ্ন। গুলি ছোড়ার যথার্থ হেতু অনুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন প্রতুলকে। বিস্ময়াহত কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, প্রতুলবাবু যে!

প্রতুল তাঁর কৌতূহল নিবৃত্ত করার প্রয়োজন বুঝিয়াই কহিল, আপনার মনোযোগ আকর্ষণের জন্যেই বাইরে থেকে আমি গুলি ছুড়েছি...

কিন্তু কেন?

আপনার সঙ্গে আমার দেখা করার প্রয়োজন এবং সেটা এই মুহূর্তেই।

ভেতরে আসুন আপনি।

প্রতুল ভিতরে প্রবেশ করিতেই দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া কমিশনার অধীর আগ্রহে কহিলেন, কি ব্যাপার বলুন ত?

কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই প্রতুল সুরু করিল, সাঙ্কো পাঞ্জাকে আমি বন্দী করেছি।

কমিশনার অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে কহিলেন, বন্দী করেছেন! সাঙ্কো পাঞ্জাকে!

তাঁর সংশয়োত্তেজিত কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য্য হইয়া প্রতুল দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ, সাঙ্কো পাঞ্জাকে।

ভেঙে। বুঝলুম, ওই পত্রখানার বাহকরূপেই ওটা আমার ঘরে ঢুকেছে। পত্রখানা পড়লুম—বার বার পড়লুম, ধারণা হল, কেউ হয়ত পরিহাস করেছে এবং এই ধারণাই এতক্ষণ বদ্ধমূল ছিল, আপনি আসতেই গেল বদ্‌লে।

নিদারুণ উত্তেজনায় প্রতুল চিঠিখানার ভাঁজ খুলিয়া পড়িতে লাগিল :

সুযোগ্য পুলিশ কমিশনার

মহোদয় সমীপে—

মহাশয়, আমি আজ বন্দী। আমার এই হীন বন্দীত্বের মূলে আছে আপনাদের চিরপরিচিত গোয়েন্দা-প্রবর প্রতুল লাহিড়ী, তার বন্ধু বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এবং ডিটেকটিভ ইন্‌স্‌পেক্টর আনন্দমোহন রায়। আনন্দমোহনকে প্রাণীবিশেষের সহিতই আমি তুলনা করি, তাই সে প্রতুলকে দিয়েছিল এ বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা।

আমার পলায়নের সমস্ত পথ রুদ্ধ, সশস্ত্র পুলিশ-প্রহরীর উদ্যত পিস্তলের সামনে বসিয়ে আমাকে পুলিশ অফিসে নিয়ে যাওয়া হচ্চে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন আপনি, ব্যাপারটা আমার কাছে কি বিষম বিরক্তকরই না লাগছে!

আমি বন্দী, পুলিশ-প্রহরী বেষ্টিত হয়ে চলেছি পুলিশ-অফিসে, তবু আপনাকে এই পত্রখানা লিখছি এবং এটা পৌঁছে দেবার ভারও নিয়েছি নিজের হাতে। সন্দেহ হয়, নিজে না পৌঁছে দিলে হয়ত এটা যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছতে নাও পারে!

পত্রখানা লিখছি আপনাকে কতগুলো কথা জানাতে। কথাগুলো

পেরেছেন ?  কমিশনার সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন।

হ্যাঁ, পেরেছি।  এ পত্রের লেখক সাঙ্কো পাঞ্জা নয়।

সাঙ্কো পাঞ্জা নয় ?

নিশ্চয়ই না।  সাঙ্কো পাঞ্জা কখন অর্থহীন পত্র লিখতে পারে না।

এ ধারণাটা কিসে হল আপনার ?

সাঙ্কো পাঞ্জা লিখেছে,'যদি আমার পত্রের প্রতিটী বর্ণের অনুরূপ কাজ আপনি না করেন, তাহলে এখন থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তার উপযুক্ত শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে, অর্থাৎ আপনি করবেন ইহলোক-লীলা সংবরণ, আর আপনার পথের যাত্রী হবে কয়েক সহস্র নিরীহ প্রাণী।' এমন কোন অস্ত্রের নাম শুনেছেন আপনি, যার দ্বারা এক সঙ্গে কয়েক সহস্র লোককে একেবারে হত্যা করা যেতে পারে ?

কমিশনার কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই দরজায় আঘাতের শব্দ শোনা গেল ; করাঘাত নয়, ক্রুদ্ধ পদাঘাত।

কমিশনার চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রতুল গিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই দেখিল, মূর্ত্তিমান্ বিশু দাঁড়াইয়া।

## দুই

বিশুকে দেখিয়া প্রতুল অবাক্ হইয়া গেল। যার হাতে সে বন্দী সাঙ্কো পাঞ্জার ভারার্পণ করিয়া নির্ভয়-নিশ্চিন্ত মনে পুলিস অফিসে সংবাদ দিতে আসিয়াছে, সে যে সাঙ্কো পাঞ্জাকে ছাড়িয়া এভাবে একলা এখানে চলিয়া আসিতে পারে, এ আশঙ্কা তার কল্পনায়ও স্থান পায় নাই।

প্রতুলকে দেখিতে পাইয়াই বিশু উত্তপ্ত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, আচ্ছা লোককেই ত পাহারায় রেখেছেন কমিশনার সাহেব? শুধু কথা কাটা-কাটিই করবে, এক পা নড়ে খবরটা পর্য্যন্ত দিতে পারবে না! আশ্চর্য্য!

প্রতুল তাকে কমিশনারের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারটা কি বল ত?

বিশু চড়া সুরেই কহিল, তুমি কি শুনতে চাও, আগে তাই বল।

তুমি হঠাৎ এখানে এলে কেন?

প্রয়োজনটা তোমার কাছে; তুমি এখানে, কাজেই বাধ্য হয়ে আমাকেও আসতে হ'ল।

সাঙ্কো পাঞ্জা কোথায়?

জানি না।

তার মানে?

তার মানে আমি তোমাকে বলতে এসেছি তোমার কথা, সাঙ্কো পাঞ্জার কথা নয়।

আমার কথা বলতে চাও?

বিশু অবিচলিত কণ্ঠেই জবাব দিল, নিশ্চয়ই ! যা মিথ্যে তাকে যদি সত্যি বলে প্রচার করে বেড়াও, সেটা গাঁজাখুরি নয় ত কি ?

প্রতুল অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তুই কি বলতে চাস সাঙ্কো পাঞ্জা বন্দী নয় ?

নিশ্চয়ই না।

তাহলে নিশ্চয়ই সে তোর হাত থেকে পালিয়েছে ?

বিশুকে তুই কি অত কাঁচা পেয়েছিস ?

তবে ?

তবে-টবে—এর ভেতর কিচ্ছু নেই। সব ফলের মতই সোজা।

বিরক্তি-তিক্ত কণ্ঠে প্রতুল বলিয়া উঠিল, তোর কাছে যেটা সোজা বলে মনে হচ্চে, অন্যের কাছে হয়ত সেটা সোজা নাও হতে পারে ?

তার মানে সাঙ্কো পাঞ্জা তোমার আমার মতই মুক্ত, স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন।

কিন্তু আমি যে তাকে স্বহস্তে বন্দী করে তোর আর আনন্দবাবুর হাতে দিয়ে এসেছি !

আনন্দবাবুর কোন হাত নেই, যা ঘটেছে, আমার জন্যেই।

কি করেছিস্ তুই ?

তোকে ত বললুমই। সাঙ্কো পাঞ্জা আজ বন্দী নয়, এবং আমার হাত থেকে সে কখনো পালাতে পারে না। এর থেকে তুই যা বুঝতে পারিস…

বিশুর মনের তলে কোথায় কি আছে প্রতুলের দৃষ্টি যেন তাহাই খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিবার পর সহসা সে বলিয়া উঠিল, না, না, কক্ষনো তুই সে কাজ করিস নি, করতে পারিস্ নি।

বিশু তাড়াতাড়ি চিঠিখানার উপর চোখ বুলাইয়া লইল।

পড়া তার শেষ হইতেই প্রতুল প্রশ্ন করিল, কি বুঝলে এ থেকে?

বিশু গম্ভীর মুখে জবাব দিল, বুঝলুম, আমি যা করেছি, ঠিকই, তাতে একটু ভুল হয়নি।

যদি প্রমাণ চাই?

চাও, দোব, কিন্তু এখন নয়।

তুমি আমাদের অবস্থার গুরুত্বটা বুঝছ না বিশু!

বুঝেছি, মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছি।

কি বুঝেছ, শুনতে চাই।

বিশু তার আসনটা ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রতুলের চেয়ারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। কমিশনারের দিকে লক্ষ্য না করিয়াই একান্ত সহজ কণ্ঠে বলিতে সুরু করিল, 'আমি বুঝেছি, তুমি আমাকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ কর, আমি করি তোমাকে বড় ভাইয়ের মত ভক্তি। আমি বুঝেছি, বিপদে-আপদে আমরা দু'জন দু'জনেরই ওপর নির্ভর করে চলি, যদি প্রয়োজন হয়, তোমার নিজের জীবন বিনিময়েও তুমি বিপদ থেকে রক্ষা করবে আমাকে, আর আমিও তোমাকে বিপদ থেকে মুক্ত করবার জন্যে আমার জীবন বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করব না। এই যদি আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ হয়, তাহলে আমার প্রত্যেকটী কথাই তুমি বুঝেছ, এবং বুঝে বিশ্বাসও করেছ।

বিশুর কণ্ঠে ফুটিয়া উঠিল এমন একটা ঐকান্তিকতা—যাকে উপেক্ষা ত করাই চলে না, মনু প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিতে হয় প্রতুল বুঝিল, বিশু যা করিয়াছে, একান্ত কর্ত্তব্য জ্ঞানেই করিয়াছে, এবং সে যদি তার

কৈফিয়ৎ দিতে রাজী না হয়, তাকে জেরা করা চলে না ; সেখানে কর্ত্তব্য-বুদ্ধি এবং আত্মসম্মানই তার কথার দ্বার আগুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রতুল তার দুই বলিষ্ঠ হাত দিয়া বিশুকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া চাপিয়া ধরিল।

কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য। তারপরই সে বিশুকে তার আলিঙ্গন হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া কহিল, এখন আয়,এ ব্যাপারের একটা মীমাংসা করে নেওয়া যাক। তোর কাজের কৈফিয়ৎ দিতে তুই রাজী নয়, কি বলিস ?

বিশু দৃঢ়তার সহিত বলিল, না।

বন্দী সাঙ্কো পাঞ্জাকে তুই মুক্ত করে দিয়েছিস, একথা স্বীকার করছিস ত ?

তা করছি।

এবং স্বীকার যখন করছিস্, তখন তার শাস্তিটার কথাটাও ভেবেছিস্ আশা করি ?

তুমি আমাকে শাস্তি দিতে চাও ?

নিশ্চয়ই। সাঙ্কো পাঞ্জার মুক্তির বিনিময়ে আমরা তোমাকে শাস্তি দিতে বাধ্য। তুমি বন্দী।

তার কথাশেষের সঙ্গে সঙ্গেই কমিশনার টেবিলের উপর হইতে পিস্তলটা তুলিয়া লইয়া বিশুর দিকে উদ্যত করিয়া বলিলেন, আত্ম-সমর্পণ করুন।

বিশু কৃত্রিম বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, আপনি কি আমাকে বলছেন ?

কমিশনার বলিলেন, নিশ্চয়ই ! সাঙ্কো পাঞ্জাকে মুক্তি দেওয়ার অপরাধে আপনি আমাদের বন্দী।

## তিন

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে প্রতুল যখন কমিশনারের কক্ষ হইতে বাহির হইল, তখন তার মুখখানা বেদনায় বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক্, অনেক গুরুভারই সে নির্বিচারে মাথায় তুলিয়া লইয়াছে, কিন্তু আজ তার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে, জীবনে সে বোধ করি কোনদিন ইহার সম্ভাবনাও কল্পনা করে নাই। তার বন্ধু বিশু, তার ডান হাত বিশু, তার সোদরাধিক বিশু—সাহো পাঞ্জাকে মুক্তি দেওয়ার অপরাধে আজ সেই বিশুকে গ্রেপ্তার করিবে কে? না প্রতুল!

কমিশনার মুখে বলিলেন,গ্রেপ্তারী পরোয়াণাটায় সই করিয়া প্রতুলের হাতে দিলেন, প্রতুল গ্রহণ করিল, প্রতিবাদের একটা কথাও তার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

আনন্দমোহনের ইহাতে অবশ্য কোন দোষ ছিল না। বিশু যা করিয়াছে, তিনি তারই বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন, তার ভিতর না ছিল পক্ষপাতিত্ব, না ছিল অকারণ অনুযোগের উষ্মা। বিশু নিজমুখে যা স্বীকার করিয়াছে, আনন্দমোহন তারই পুনরুক্তি করিলেন মাত্র।

পথ চলিতে চলিতে প্রতুল ভাবিতে লাগিল, বিশুর নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণের অন্য কোন উপায় থাকিলে, কখনই সে পরোয়াণাটা হাতে লইত না, কমিশনার যতই বলুন। বিশুর ঘাড়ে যে ভূত চাপিয়াছে, তাকে নামাইতে হইলে, সকলের এইটারই বেশি প্রয়োজন। আর কিছু হোক,

মানেটা তখন আমিও ঠিক বুঝতে পারিনি। তাকে বললুম, মুখোসটা যদি তোমার এতই কষ্টদায়ক হয়, তাহলে খুলে ফেললেই পার। পুলিস-অফিসে গিয়ে খুলতেই ত হবে। তার উত্তরে বন্দী কি বললে, জানো? বললে, না, আমি মুখোসও খুলব না, পুলিশ-অফিসেও যাব না। আমি জিগেস করলুম, কারণ? সে জবাব দিলে, কারণ তার আগেই তুমি আমার প্রাণরক্ষা করবে।

প্রতুল অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিল, তারপর?

তারপর সে তার লোহার বলয়-পরা হাত দুটো আমার চোখের সামনে একবার তুলে ধরল—বিস্ময়ে আমি অবাক হয়ে গেলুম! একি! কার হাত এ!

কার হাত?

একটি তরুণীর।

তরুণীর!

প্রতুলের মুখের দীপ্তি যেন অকস্মাৎ নিভিয়া ছাই হইয়া গেল।

কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, হাঁা, একটি তরুণীর। মাথাটা আমার বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল! এত বড় একটা ভুল যে কি করে সম্ভব হতে পারে, আমি ভেবেই উঠতে পারলুম না!

প্রতুল নির্ব্বাক অচেতন মূর্ত্তির মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল! জীবনে সে বোধ করি কখনও এত বড় সমস্যার সম্মুখীন হয় নাই! মানুষ ভুল করে, ইহা চির সত্য, কিন্তু তা বলিয়া এমন মারাত্মক ভুল! এর পর বাহিরের আলোয় তার মুখ দেখাইবার উপায় রহিল কি? সাহো পাঞ্জা চতুর, সাহো পাঞ্জা কৌশলী, ইহা তার অবিদিত নয়, কিন্তু সে যে তাকে

লইয়া শিশুর মতই খেলাইতে পারে, নাচাইতে পারে, ইহার সম্ভাবনা কোনদিনই তার মনে উদয় হয় নাই! বিশুর কাছেও তার মুখ তুলিয়া কথা বলিতে লজ্জাবোধ করিতে লাগিল!

শ্বাসরোধের উপক্রম হইলে মানুষ যেমন প্রাণপণ বলে মুখখানা বাহিরের বাতাসে আনিবার চেষ্টা করে, প্রতুল ঠিক তেমনি করিয়া সজোরে মুখখানা উপরের দিকে তুলিয়া কহিল, তরুণীটি কি শোভনা সুনন্দা?

বিশু সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, তা আমি জানি না প্রতুল!

প্রতুল প্রশ্ন করিল বটে, কিন্তু উত্তরটা তার কানে পৌঁছিল না। চিন্তাধারা বন্যাস্রোতের মতই হু হু করিয়া ছুটিতেছিল। শোভনাকে যতটুকু সে জানে, এত বড় প্রতারণা করিবার মত মেয়ে সে নয়। সাঙ্কো পাঞ্জার ঔরসে যদিও তার জন্ম, তবু সে এখনও ফুলের মতই পবিত্র, স্বর্গের মতই নিষ্পাপ।

পকেটের ভিতর বিশুর গ্রেপ্তারী পরোয়ানাটা তার বুকে যেন কাঁটার মতই খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতে লাগিল। অপরাধী কে? সাঙ্কো পাঞ্জা ভ্রমে যাকে সে বন্দী করিয়াছিল, সে যদি সত্যই শোভনা সুনন্দা হয়, এবং বিশু যদি তাকে মুক্ত করিয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে তার অপরাধ কোথায়?

প্রতুল বলিয়া উঠিল, না, না। সাঙ্কো পাঞ্জা ভ্রমে শোভনা সুনন্দাকেই যদি আমি বন্দী করে থাকি, তাহলে তাকে মুক্তি দিয়ে তুমি ভালই করেছ বিশু।

মনে জাগিল আবার একটা প্রশ্ন। সাঙ্কো পাঞ্জার কৃষ্ণাবরণ ও মুখোস

প্রতুল দ্বিধা না করিয়া সজোরে চুরুটটায় টান দিল—একবার, দুইবার তিনবার····এবং পর মুহূর্ত্তেই তার অবশ দেহটা চেয়ারের উপর এলাইয়া পড়িল।

সযত্নে প্রতুলকে কোলে তুলিয়া লইয়া বিছানার উপর শোয়াইয়া দিতে দিতে বিশু আপন মনেই বলিল, জানে এই চুরুটটার ভেতর আমার মুক্তি-লাভের উপায় আছে লুকোনো, তবু একটু দ্বিধা করলে না, সন্দেহ করলে না। একেই বলে বন্ধুত্ব! একেই বলে ভ্রাতৃত্ব!

অচৈতন্যের সমস্ত লক্ষণই প্রতুলের দেহে প্রকাশ পাইয়াছিল। তার দিকে চাহিয়া বিশু ক্ষণকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর হয়ত নিজের মনকেই সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে বলিয়া উঠিল, কতটুকুই বা! বেশিক্ষণ এ বিষের ক্রিয়া থাকে না, এখুনি সুস্থ হয়ে উঠবে। পালাবার পক্ষে আমার এইটুকু সময়ই যথেষ্ট।

দ্রুতপদেই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দরজার সম্মুখে ভৃত্য কালীর সহিত দেখা। সে বলিয়া উঠিল, আবার কোথায় যাচ্ছেন ছোটবাবু? এখুনি আসবেন ত?

অন্যমনস্কের মতই বিশু উত্তর করিল, হ্যাঁ, আসব।

কিন্তু সত্যই কি সে আসিবে?

আসিবে—কিন্তু কবে? কতদিন পরে?

তা ছাড়া সে এমন করিয়াই বা নীরবে বসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে কেন? বন্ধুর এই অসহায় অবস্থা দেখিয়া যদি সত্যই তার বুকে ব্যথা জাগে, সে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে না, যে কোন্ উপায়েই হোক্, তাকে জাগাইবার চেষ্টা করিবে। তবে কি ডাক্তার?

বিশু হয়ত চলিয়া যাইবার সময় ডাক্তারকে খবর দিয়া গেছে। কিন্তু ডাক্তারই বা এমনভাবে চুপ-চাপ করিয়া বসিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিবে কেন? তাহা হইলে বোধ করি কমিশনারের প্রেরিত কোন লোক।

কিন্তু তারা ত কেউ মুখ বুজাইয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র নয়। প্রত্যেকেই এক একজন বক্তা। কথা কহিবার লোক খুঁজিয়া না পাইলে অন্ততঃ এতক্ষণ কালীকে লইয়াই বক্তৃতা জুড়িয়া দিত! তবে কে?

অগত্যা চোখ মেলিয়াই দেখিতে হইল।

হঠাৎ যেন পার্শ্ববর্ত্তী প্রাণীটি বুঝিতে না পারে, এমনই ভাবে প্রতুল চোখের পাতা দুটি ঈষৎ উন্মীলিত করিল। আশ্চর্য্য! তার পাশে বসিয়া একটি নারী!

প্রতুল আর চোখ বুজাইতে পারিল না, নারীটিকে ভাল করিয়া দেখিবার, দেখিয়া চিনিবার আগ্রহ তার এতই প্রবল হইয়া উঠিল।

নারীটির সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণ বসনে আবৃত, দৃষ্টি বাহিরের দিকে আবদ্ধ; সুতরাং মুখখানা স্পষ্ট করিয়া দেখা যায় না। তত্রাচ চিনিতে প্রতুলের বিলম্ব হইল না।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সে। মনে মনে প্রতুল কোন নামই উচ্চারণ করিল না শুধু সাদ্ধ্যে পাঞ্জার মূর্ত্তিটাই তার চোখের সম্মুখে বড় হইয়া ভাসিয়া উঠিল। এই নারীটিই কি তার সহধর্ম্মিণী নয়? এই নারীটিই প্রতি কাজে

এসেছেন, আমাকে খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখার জন্যে; কেমন, তাই নয় ?

প্রতুলের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুজাতা অবাক হইয়া গেল। গলার ভিতর কোথাও কোন রসের লেশমাত্র নাই, এমনি শুষ্ক, এমনি বিরস। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে কহিল, আপনি নিষ্ঠুর—বড় নিষ্ঠুর প্রতুলবাবু! আজ যদি আপনার এখানে এসে থাকি, জানবেন বড় প্রয়োজনেই এসেছি, আর সত্যিই যদি আপনি আবদ্ধ হয়ে থাকেন, জানবেন····

কথাটা শেষ করিল তার প্রতুলই; বলিল, বিশেষ প্রয়োজন ছিল বলেই আবদ্ধ হয়েছি। কেমন, নয়? কিন্তু বক্তব্যটা আপনার সাদা কথাতেই শেষ করলে ভাল হয় না, সুজাতা দেবী?

সুজাতা একটুখানি মৌন থাকিয়া কহিল, আপনাকে যদি না বাঁধতুম, তাহলে আমাকে গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করতেন না কি?

সেটা আমি অস্বীকার করি না, সুজাতা দেবী!

তাহলে এই যে সাবধানতা অবলম্বন করেছি, তার জন্যে আপনি দোষ দিতে পারেন না?

দোষ দেওয়া দূরে থাক, আপনাকে আমি প্রশংসাই করছি। এখন বলুন দিকি, প্রয়োজনটা আপনার কি?

আমি এসেছি আপনার কাছে ভিক্ষা চাইতে।

প্রতুল হাসিয়া উঠিল, ভিক্ষা! দস্যু-সম্রাট সাঙ্কো পাঞ্জার সহধর্ম্মিণীকে ভিক্ষা দেওয়ার মত অবস্থা ত প্রতুল লাহিড়ীর নয়, সুজাতা দেবী।

সুজাতার দুই চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। প্রতুল তা দেখিল, এবং ভিতরে ভিতরে বিক্ষুব্ধও হইয়া উঠিল।

কিন্তু সাঙ্কো পাঞ্জা ত বন্দী নয়, বন্দী সুনন্দা, এবং সুনন্দাকেও বিশু মুক্তি দিয়েছে।

মুক্তি যখন দিয়েছে, তখন পুনরায় তাকে বন্দী করতে চেষ্টা করবেন না যেন। তাহলে আগুন জ্বলে উঠবে—প্রতিহিংসার আগুন····

আগুনটা জ্বালাবে কে ?

সে।

সে মানে সাঙ্কো পাঞ্জা ? কিন্তু আপনি সাঙ্কো পাঞ্জার নাম উচ্চারণ করছেন না কেন ?

আপনি জানেন না প্রতুলবাবু, ও নাম উচ্চারণ করলে দেহের প্রতিটী রক্তবিন্দু আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, আমার আমিত্বটুকু পর্য্যন্ত যায় ঘুচে····

আপনি কি মনে করেন সুজাতা দেবী, আমি কোনদিন তাকে বন্দী করতে পারব ?

সুজাতা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। কহিল, হা ভগবান ! একই কথা একই সময়ে কি করে আমি আপনার কাছে গোপনই বা করি, প্রকাশই বা করি ? তবে শুনুন প্রতুলবাবু, আমি জানি বিশুকে আপনি ভাল বাসেন, নিজের ভায়ের চেয়েও ভালবাসেন। তাকে সাবধান করে দিন, সে একটা ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হতে চলেছে। বিপদে পড়লে তার জ্ঞান থাকে না, তাও আপনি জানেন, হয়ত এমন কিছু করে বসবে, যা আপনিও কোনদিন কল্পনা করতে পারেন না····

আপনার কথার একটা বর্ণও যে আমি বুঝতে পারছি না, সুজাতা দেবী ? কোথা থেকে কোথায় চলেছেন আপনি ?

কিন্তু আমি যদি আপনার কোন উপকারে আসি, তাহলে নিজেকে ভাগ্যবতী বলেই মনে করব।

দরকার ছিল একটা সিগারেট আর দেশালাই....কিন্তু আপনাকে বলা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ নয় ?

ভদ্রতা-বিরুদ্ধ কিনা—সে কথা সুজাতার মাথায় মোটেই আসিল না। সে ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল, এই অবস্থায় নিশ্চিন্ত হইয়া মানুষ কিরূপে সিগারেট টানিতে পারে ?

সিগারেট-কেসটা টেবিলের উপরই পড়িয়াছিল। সুজাতা তার ভিতর হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া লইয়া প্রতুলের মুখে দিল। তারপর দেশালাইটা জ্বালিয়া, হঠাৎ কি মনে হইতেই কহিয়া উঠিল, কিন্তু সিগারেটটা ধরিয়ে দিতে আমার ত সাহস হচ্চে না, প্রতুলবাবু!

প্রতুল হাসিয়া কহিল, কেন ?

আমার মনে হচ্চে....

প্রতুল তারই কথার প্রতিধ্বনি করিল, মনে যা হচ্চে, ঠিক তাই। সিগারেটের আগুনে বাঁধনগুলো পুড়িয়ে আমি আপনার অনুসরণ করব।

সুজাতার হাতটা কাঁপিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠটাও। কহিল, তাহলে —তাহলে মাপ করবেন প্রতুলবাবু। আমি চললুম, নমস্কার....বলিয়াই সে জ্বলন্ত দেশালাই-কাঠিটা ফু দিয়া নিভাইয়া মেঝের উপর ফেলিয়া দিল এবং ধীরে ধীরে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

বাহিরে তার পায়ের শব্দ মিলাইয়া যাইতেই প্রতুল হাসিয়া উঠিয়া কহিল, শুধু দেশলাইটাকেই কি আমার মুক্তির উপায় বলে ধরে নিলেন, সুজাতা দেবী ? ভয় নেই, এই মুহূর্ত্তেই আমি আপনার অনুসরণ করব...

## পাঁচ

সিগারেটটা প্রতুল দুই ঠোঁটের মাঝে চাপিয়া ধরিয়াছিল এবং সেই-ভাবে ধরিয়াই দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তামাকের চূর্ণ পাতাগুলার ভিতর হইতে বাহির হইল ক্ষুদ্র একটা অস্ত্রের ফলক।

ফলকটার একটা প্রান্ত দাঁত দিয়া সবলে চাপিয়া ধরিয়া প্রতুল সর্ব্বাগ্রে হাতের বাঁধনটা কাটিবার জন্য অতি কষ্টে মাথাটা তুলিয়া সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।

ক্ষুদ্র হইলেও ফলকটার ধার বড় অল্প ছিল না; দড়ির উপর চাপ দিতেও সঙ্গে সঙ্গে দ্বিধা-ভিন্ন হইয়া গেল।

হাত দুটা মুক্ত করিয়া লইয়া দেহের অন্য স্থানের বাঁধনগুলা কাটিতে মুহূর্ত্তও তার বিলম্ব হইল না।

মুক্তি পাইয়াই প্রতুল ক্ষিপ্রপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। নিচে নামিবার সময় সহসা নজরে পড়িল, সিড়ির সর্ব্ব নিম্ন ধাপে একটী নারী অবতরণ করিতেছে! তবে কি সুজাতা?

সুজাতা পরিয়াছিল কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদ, এ নারীর অঙ্গে শুভ্র গরদের শাড়ী। সুতরাং ও মেয়েটী যে সুজাতা নয়, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রহিল না।

তবে কে ওই নারী? রসলার কোন বান্ধবী? তার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল, ফিরিয়া, যাইতেছে? কিংবা…

ভাবিয়া দেখিবার অবসর ছিল না। সুজাতা এতক্ষণ রাস্তায় গিয়া

আজ্ঞে, হ্যাঁ স্যর।

লোকটি কে জানতে পারি?

লোকটি মানে সত্যি কথা বলতে গেলে স্যর, তেমন কেউ নয়। মানে···

বুঝেছি! লোকটি বোধ হয় আগিই, নয়?

রজনী ঢোক গিলিয়া কহিল, সত্যি কথা বলতে গেলে স্যর....

প্রতুল বিরক্ত হইয়া কহিল, থাক্,সত্যি কথা বলার আর দরকার হবে না। কিন্তু একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, রজনী, আদেশটা কার? আনন্দবাবুর না কমিশনার সাহেবের?

আজ্ঞে, স্যর, বলতে গেলে দুজনেরই।

কোন পরোয়ানা আছে নাকি?

আজ্ঞে না, সে রকম কিছু নেই। শুধু অনুসরণ করবারই আদেশ হয়েছে।

এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

আপনার বাড়ীর সামনেই দাঁড়িয়ে স্যর,'খোঁড়া নাচার রাবা'করছিলুম। তারপর আপনি বেরুতেই পিছু নিয়েছি।

বেশ, তাহলে পিছুই নাও।

কিন্তু আপনি কি রাগ করলেন, স্যার? আপনাকে খুব ব্যস্ত মনে হচ্চে কিনা····

ব্যস্ততাটা কি রাগের লক্ষণ নাকি?

অস্বীকার করলে চলবে না স্যর, আমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি আপনি ওই মহিলাটির অনুসরণ করছেন?

ট্যাক্সিতে উঠলে যে হঠাৎ! প্রতুলের কণ্ঠে ফুটিয়া উঠিল অসহ্য বিস্ময়ের সুর।

রজনী খুসীমুখেই জবাব দিল, আজ্ঞে, আমার সবল পা দুটো ফিরে পেয়ে বড়ই আনন্দ অনুভব করছি।

সুজাতা কোথায়?

গাড়ীতে উঠে আসুন না স্যর, সব বলছি! তাঁর সন্ধান না নিয়ে কি আর এমনি ট্যাক্সিতে চেপে বসেছি?

কোথায় সে? শীগগির বল।

তবে শুনুন স্যর। অনেক দিন আগে আপনি আমাকে একটা কৌশল শিখিয়ে দিছলেন, আমি সেটা এখনো ভুলিনি।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে প্রতুল বলিয়া উঠিল, বক্তৃতা রাখ এখন....

আজ্ঞে, বক্তৃতা ত নয়। সেই কৌশল-বলেই ত আমি জানতে পেরেছি সুজাতা দেবী যাচ্চেন কোথায়। যখন দেখলুম যে, তাঁরই জন্যে অপেক্ষা করছে এমন একটা গাড়ীতে তিনি উঠতে যাচ্চেন...

তার জন্যে গাড়ী অপেক্ষা করছিল? মোটর না ট্যাক্সি?

ট্যাক্সি স্যর, এই দেখুন না নম্বরটাও তার টুকে এনেছি।

তারপর?

তারপর আর কি! গাড়ীটার দিকে এগিয়ে গিয়ে আমি তার দরজাটা খুলে দিলুম...

গাড়ীটার ভেতর আর কেউ ছিল?

আজ্ঞে না, জনপ্রাণী না। দরজাটা খুলে দিয়েই আমি বললুম, ভেতরে উঠুন। ড্রাইভারকে কোথায় যেতে বলব বলুন ত?

এর ভেতরেও 'কিন্তু' আছে স্যর।

আছে বৈকি। প্রথম থেকেই আমাদের যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

এর আর সাবধানতা অবলম্বন কি? যাব, সুজাতা দেবী যেমনি পুলের মাঝখানে গাড়ী থেকে নামবেন, অমনি খপ্ করে ধরব····বলিয়াই সে প্রতুলের হাতট খপ্ করিয়া ধরিতে গিয়া তখনই সামলাইয়া লইল।

প্রতুল অন্যমনস্কের মতই কহিল, পুলের দুধারে দুটো রাস্তা আছে, না?

তা ত আছেই, স্যর। একটা দিয়ে লোক যায়, আর একটা দিয়ে আসে।

ওদুটো পথেই আমাদের কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করতে হবে।

পাহারার বন্দোবস্ত? এত রাতে আবার পাহারাওলা খুঁজতে যাব কোথায়, স্যর?

পাহারাওলার দরকার নেই, পাহারা দোব আমরা নিজেই। তুমি থাকবে বাঁ-দিকের রাস্তাটায়, আমি থাকব ডান দিকে। তাহলেই সুজাতা দেবী গাড়ী থেকে নেমে যেদিকেই যাক না কেন, আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারবে না।

আপনি তাঁকে গ্রেপ্তারই করতে চান ত?

ঠিক গ্রেপ্তারই যে করব, তার কোন মানে নেই। সেটা নির্ভর করছে পরবর্ত্তী ঘটনার ওপর। আমরা এবার দক্ষিণেশ্বরে এসে পড়লুম, না? এবার তুমি নেমে পড় গাড়ী থেকে, এখান থেকেই আমরা আলাদা যেতে চাই।

গাড়ী চলিয়া গেল।

প্রতুল ভাবিতে লাগিল, এই যে মায়ামৃগের মতই সুজাতা তাদের ভুলাইয়া লইয়া যাইতেছে এবং তারাও নির্ব্বোধের মত তার অনুসরণ করিতেছে, ইহার ভিতর সাঙ্কো পাঞ্জার কোন অভিসন্ধি আছে কিনা—কে জানে!

গাড়ী পুলের মুখে আসিয়া থামিতেই প্রতুল তার নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া চলিল। পর পর তিনটা দেশালাই-কাঠি জ্বালিয়া রজনীও জানাইয়া দিল, নির্ব্বিঘ্নেই পৌঁছিয়াছে সে।

কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিবার পরই পুলের মাঝখানে একটা গাড়ী আসিয়া থামিল।

ভাড়া লইয়াছে অপর একজন ; সে-ই আসিয়া এখানে অবতরণ করিল। কিন্তু তাই-বা কি করিয়া সম্ভব ? সুজাতার মত ইহারই বা পুলটার মধ্য-স্থলে নামিবার কি প্রয়োজন ? সমস্তটাই যেন একটা প্রকাণ্ড প্রহেলিকায় ভরা।

লোকটি পকেট হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইল, প্রতুল চাহিয়া রহিল, তারপর সে ধীরে ধীরে বাঁ-দিকের রাস্তাটা ধরিয়া চলিতে সুরু করিল, প্রতুল চাহিয়া রহিল। লোকটির পশ্চাদনুসরণ করিবার কোন আগ্রহই তার দেখা গেল না। ও-রাস্তায় আছে রজনী, তার চোখকে ফাকি দিয়া সে যে পলাইতে পারিবে না, এ বিশ্বাস প্রতুলের ছিল। সে একই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল ঘটনার ক্রমবিকাশের অপেক্ষায় !

কিন্তু বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা করিতে হইল না, হঠাৎ প্রতুলের নজরে পড়িল, যে পথের উপর দাঁড়াইয়া আছে, সেই পথটি ধরিয়াই একটি নারী ধীরপদে অগ্রসর হইতেছে। নারীটি যে সুজাতা—প্রতুলের চিনিতে বিলম্ব হইল না।

সুজাতার দৃষ্টি পথের উপর নিবদ্ধ ছিল না, লোকটির অনুসন্ধানেই বোধ করি চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত হইতেছিল।

প্রতুলের ধারণা হইল, নিশ্চয়ই ইহাদের দু'জনের কথা ছিল এইখানে সাক্ষাৎ করিবার। পথে এই লোকটির সহিত দেখা হইতেই সুজাতা ইহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়াছে, এবং পাছে কেহ তার অনুসরণ করে এই সন্দেহে আগেই গাড়ী হইতে নামিয়া পদব্রজে আসিতেছে। কিন্তু কি

সুজাতা ততক্ষণে লোকটির নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। ইহাদের মিলনে বাধা দেওয়া প্রতুল সমীচীন বোধ করিল না। করুক না দু'জনে কি পরামর্শ করিতে চায়। তারপর সুযোগ বুঝিয়া এক সময় সাকো পাঞ্জার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িলেই চলিবে।

গ্যাসের আলোকে যতটুকু দেখা যায়, সুজাতার মুখে উদ্বেগের কোন চিহ্নই নাই। সে ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারে নাই যে, কেহ তার অনুসরণ করিয়াছে।

লোকটির সম্মুখীন হইয়াও সুজাতা দাঁড়াইল না, ডানদিকের ফুটপাথ ধরিয়া সোজাই অগ্রসর হইতে লাগিল। এইবার দেখা গেল লোকটিকে তার অনুসরণ করিতে।

প্রতুল বুঝিল এই উপযুক্ত অবসর। গ্যাস-পোষ্টের আড়ালে দাঁড়াইয়া সে উপর্যুপরি তিনটি দেশলাই-কাঠি জ্বালিল।

কিন্তু কোথায় রজনী? তার যে কোন উদ্দেশই নাই! তবে কি সে কাঠির আলো দেখিতে পাইল না?

আরও খানিকটা দূর অগ্রসর হইয়া সুজাতা দাঁড়াইল, লোকটিও তার পাশে আসিয়া কথা বলিতে সুরু করিল।

বোধ করি কোন অনুরোধ কিংবা উপদেশ—লোকটি হঠাৎ সুজাতার হাত দুটি ধরিয়া ফেলিল। তাদের কথাবার্ত্তার একটি বর্ণও কিন্তু প্রতুলের কানে পৌঁছিল না।

কথা কহিতে কহিতে তারা আরও দূরে চলিয়া গেল। প্রতুলের দুশ্চিন্তার কোন কারণই ছিল না, কারণ ওই পথেই রজনী দাঁড়াইয়া আছে, দেখিতে পাইলে সে নিশ্চয়ই ইহাদের বাধা দিবে।

প্রতুল আর কথা কহিল না ; গুম্ হইয়া রহিল। এদের দু'জনের মাঝখান হইতে সুজাতা ও সাঙ্কো পাঞ্জার অন্তর্দ্ধান সম্ভব হইল কিরূপে ?

প্রতুলের সে গম্ভীর মুখের সামনে দাঁড়াইয়া কোন কথা বলার সামর্থ্য আর যারই থাক্, রজনীর ছিল না। নির্ব্বোধের মত সেও চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কতক্ষণ পরে প্রতুলই কহিল, প্রথম ওরা যাচ্ছিল ডানদিকের ফুটপাথ ধরে....

রজনী বলিয়া উঠিল, তারপর কিন্তু বাঁদিকের ফুটপাথে আসে।

বাঁদিকের ফুটপাথে যখন যায়, তখন আমি রাস্তার মাঝখানে।

আমিও ঠিক তাই, স্যর !

দুদিকের ফটপাথে আমি কিন্তু সমান ভাবে নজর রেখেছিলাম।

আমিও একবার এদিকে চাই, একবার ওদিকে চাই আর ছুটি।

তাহলে তারা গেল কোথায় ?

ভোজবাজি স্যর, ভোজবাজি। আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি, সাঙ্কো পাঞ্জা ভোজবাজি জানে।

প্রতুল চিন্তাভরা কণ্ঠে কহিল, ভোজবাজির বলে আকাশে ত উড়ে যেতে পারে না ?

রজনী সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, আর জলেও ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারে না ?

কথাটা প্রতুলকে আঘাত করিল। ক্ষণেক মৌন থাকিয়া কহিল, জলে ঝাঁপ দেওয়া ! কেন, তা ত অসম্ভব নয় ?

এ কথাটা আমাদের ভুললে চলবে না, কারণ এই কথাটাই আমার মনে হয়, প্রতি পদে আমাদের সাহায্য করবে।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই কথাটাই সমস্যাটাকে আরও জটিল করিয়া তুলিল। কারণ সত্যই যদি সাঙ্কো পাঞ্জা সঙ্কেত করিয়া তার অনুচরদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া থাকে, তাহা হইলে তারা আসিলই বা কখন? সাহায্য করিলই বা কখন? সাঙ্কো পাঞ্জার আদেশ অমান্য করিবার শক্তি তার অনুচরদের নাই। তবে যদি ধরিয়া লওয়া যায়, অদৃশ্য থাকিয়াই তারা....

রজনী এই সময় বলিয়া উঠিল, একটা কথা স্যর, কোন এরোপ্লেন হেলিকপ্টার এসে ওদের দু'জনকে তুলে নিয়ে যায় নি ত?

প্রতুল বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, তাহলে সেটা দেখা যেত না, কিংবা তার শব্দ শুনতে পাওয়া যেত না?

উত্তেজনাটা হঠাৎ কমাইয়া ফেলিয়া রজনী জবাব দিল, হয়ত এমন কোন এরোপ্লেন—চললে কোন শব্দ হয় না, অন্ধকারে দেখা যায়...

তার কথায় কান না দিয়া প্রতুল বলিয়া উঠিল, ওসব অসম্ভব কল্পনা ছেড়ে দিয়ে আমরা এখন আসল কাজে নেমে পড়ি এস। এ সমস্যার সমাধান করতেই হবে।

আমার কি তাতে অমত আছে, স্যর?

বেশ, তাহলে কিছুক্ষণের জন্যে আবার আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে।

আবার ছাড়াছাড়ি! কেন?

তুমি এই ব্রিজের ওপরেই পাহারা দাও, আমি অনুসন্ধান সুরু করি।

অনুসন্ধানটা কি করবেন, স্যর?

কমিশনার সাহেব যে আপনাকে একটু সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন, সেটা বোধ করি আপনার অজানা নেই?

তাতে হয়েছে কি? তুমিও কি আমাকে সন্দেহ কর?

সন্দেহ আমি করি না, কিন্তু আপনার প্রত্যেকটা কাজ সন্দেহেরই উদ্রেক করে।

তুমি কি মনে কর, আমি সুজাতা আর সাঙ্কো পাঞ্জাকে পলায়নে সাহায্য করছি?

আমি হয়ত করি না, কিন্তু ঘটনা-স্রোতটা যে আপনার প্রতিকূলে বইচে, সেটা ত বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়। আমি জোর করে বলতে পারি, সুজাতা দেবী আর সাঙ্কো পাঞ্জা আমার পাশ দিয়ে পালায় নি, তারা গেছে আপনার পাশ দিয়ে, তাদের পালাতে দেখেও আপনি বাধা দেন নি।

বেশ, তাই যদি তোমার মনে হয়, তাহলে কি করতে চাও?

আমি কিছু করতে চাই না, কিন্তু কমিশনার সাহেব আমার পকেটে হাতকড়াটা দিয়ে দিয়েছেন।

প্রতুল হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, তাই নাকি! তবে দাও, ওটা আমার হাতে পরিয়ে দাও। বলিয়া প্রতুল তার হাত দুটা প্রসারিত করিয়া দিল।

অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে রজনী পকেট হইতে হাতকড়াটা বাহির করিয়া প্রতুলের হাতে পরাইতে যাইবে, ঠিক সেই সময় প্রতুল সেটা কাড়িয়া লইয়া রজনীরই হাতে পরাইয়া দিল। রজনী কেমন ভ্যাবাচাকা হইয়া গিয়া বাধা ত দিলই না, একটা প্রতিবাদের কথাও উত্থাপন করিল না।

## সাত

বাড়ীর দরজাটা পার হইয়াই বিশু তীক্ষ্ণ চোখে চারিদিকে একবার তাকাইয়া লইল। স্থানটা বিশেষ নিরাপদ বলিয়া মনে হইল না; কারণ যে কোন মুহূর্ত্তে ছদ্মবেশী পুলিশের আবির্ভাব বিচিত্র ত নয়ই, বরং অত্যন্ত স্বাভাবিক।

কিন্তু সন্দেহ করিবার মত কোথাও কিছু দেখা গেল না। বিশু সোজা পথ ধরিয়া যতদূর সম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিল।

প্রতুলের সহিত খেলা করিতে যাওয়া যে একান্ত ছেলেমানুষী হইয়াছে বুঝিতে তার বাকী ছিল না। সে ত ইচ্ছা করিলেই তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারিত! কিন্তু তা ত করিলই না, বরং তার দেওয়া চুরুট বিষাক্ত জানিয়াও নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিল। ইহা হইতে কি স্পষ্টই বোঝা যায় না, তাকে বন্দী করা প্রতুলের উদ্দেশ্য নয়, সে চায় বিশু মুক্ত থাকিয়া যা করিতে পারে, করুক।

'তাই করিবে সে। তার জন্য, সে আর চাহে না, প্রতুল চিন্তিত হৌক্, বিপন্ন হৌক। তাদের দুজনের একই লক্ষ্য সাঙ্কো পাঞ্জাকে ধৃত করা—প্রতুল যে পথে যাইতে চায়, যাক্, তার পথ বিভিন্ন।

এই বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াই সে একবার দেখিতে চায়, দুর্দ্ধর্ষ দস্যু সাঙ্কো পাঞ্জাকে করায়ত্ত করা যায় কি না।

অতঃপর প্রতুল যে কি করিবে, বিশু ভাবিয়া পাইল না। পুলিশ তাকে সন্দেহের চোখে দেখিয়াছে, বিশুর মুক্তি-সংবাদে সেই সন্দেহ সত্যে

মেয়েটি গাড়ী হইতে নামিল। যাইবার আগে ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, আজ রাত্তে কি আসার সুবিধে হবে আপনার ?

বিশু জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় ?

বন্দীপুরের একটা বাড়ীতে। চেনেন ত বন্দীপুর ?...চারদিকে বন, মাঝে একখানা বাড়ী।

কখন যেতে বলেন ?

মাঝরাতে।

কি দরকার সেখানে, বলতে বাধা আছে কি ?

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিল, শুধু আমার প্রাণ বাঁচিয়েই আপনার কর্ত্তব্য শেষ করতে চান, না সাঙ্কো পাঞ্জার কবল থেকে মুক্ত করতে চান তার হতভাগ্য শিকারদের ?

বিশু স্বচক্ষে দেখিয়াছে, সাঙ্কো পাঞ্জার নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কি কি তীব্র ঘৃণাই না মেয়েটীর মুখ-চোখ দিয়া বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছিল।

বিশু জানে, কন্যা হইলে কি হয়, সুনন্দা সাঙ্কো পাঞ্জাকে ঘৃণা করে, তার কুকীর্ত্তির কথা প্রচার করিতে দ্বিধা করে না।

বিশুর মন প্রতুলের কথাতেই সায় দিয়া উঠিল, এ নিশ্চয়ই সুনন্দা। সুনন্দাই ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সাঙ্কো পাঞ্জার অমানুষিক কোন কাজে বাধা দিতে উদ্যত হইয়াছে।

হৃদয় তার অনুতপ্ত হইয়া উঠিল, কেন সে তখন ভালো করিয়া দেখিল না, কেন সে তখন চিনিতে চেষ্টা করিল না ?

বিশুর মুখের উপর পলকের জন্য একটা ম্লান ছায়া ভাসিয়া আসিল, কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যেই তা অপসৃত হইয়া সমস্ত মুখখানা পুনরায় উজ্জ্বল

এই অন্ধকারেরই মাঝে একটি নাটকের অভিনয় সুরু হইবে। কিন্তু কি যে সেই নাটক, এবং তার বিষয়-বস্তুই বা কি, বিশু এখনও জানে না—যদিও সেই নাটকের প্রধান ভূমিকাটা গ্রহণ করিতে হইবে তাকেই।

বাড়ীটাকে দেখিলে মনে হয় যেন পরিত্যক্ত, কেহই সেখানে বাস করে না। তবে কি সেই মেয়েটী তাকে মিথ্যা বলিয়াছে?

মনের কোণে সন্দেহ আসিয়া উঁকি দিল, প্রতুলের কথা অনুসারে মেয়েটি যদি সত্যই সুনন্দা হয়, সে মিথ্যা বলিবে? অনর্থক মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন কি তার? মুক্তি?

তাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সুনন্দা আজ তার পাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে কি প্রকারে?

বিশুর মাথার ভিতর সবটাই কেমন যেন গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল। কথাটাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না, অথচ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও অসাধ্য।...

অনর্থক দুশ্চিন্তায় ফল নাই ভাবিয়া বিশু তাড়াতাড়ি দ্বারসম্মুখের বৈদ্যুতিক ঘণ্টাটা টিপিয়া ধরিল।

মাথার ভিতর চিন্তাস্রোত তেমনিভাবেই হু হু করিয়া বহিয়া চলিল। সুনন্দা তাকে মিথ্যা বাক্যে ভুলাইবে, প্রতারণা করিবে? মনে পড়িল তার সুনন্দার সেই ফুলের মত নির্ম্মল পবিত্র মুখখানি—মিথ্যা-প্রতারণার স্থান ত সেখানে নাই। বিয়ের পর ক'দিন তারা এক সঙ্গেই কাটাইয়াছিল। বিশুকে সে যে অন্তরের সহিত ভালবাসে, তার কত-না প্রমাণই সে পাইয়াছে। সাঙ্কো পাঞ্জার কন্যা—সাঙ্কো পাঞ্জাকে ভালবাসিবে, ভক্তি করিবে, শ্রদ্ধা করিবে, ইহাতে হয়ত অস্বাভাবিক কিছুই নাই, কিন্তু সে

# আট

সুনন্দা-ইতিহাসের প্রত্যেকটি ঘটনা ছায়াছবির মতই বিশুর মানস-চক্ষে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সুনন্দাকে সে মনে মনে ভালই বাসিত, স্বপ্নেও কখন কল্পনা করে নাই যে, কোনদিন তার সহিত মিলন সংঘটিত হইবে। কিন্তু সেই অসাধ্য সাধন করিল প্রতুল—সাঙ্কো পাঞ্জার সহস্র বাধা-বিপত্তি চরণ-তলে দলিত করিয়া। বিবাহের পর তারা একত্রই বাস করিতেছিল, কিন্তু ক'দিন? সুনন্দাই একদিন বলিল, আর না, আর আমরা এক সঙ্গে থাকব না, থাকা উচিতও নয়।

বিশু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল, কোন কথা বলিল না।

সুনন্দা কৈফিয়ৎ দিল, আমাদের এ বিবাহে বাবার মত ছিল না, এখনও তিনি তোমাকে তাঁর কন্যার স্বামী বলে মেনে নেন নি। কাজেই দু'জনে আমরা এক সঙ্গে থাকলে তিনি যে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করবেন, এটা খুব সত্যি। সে অন্যায়টা তাঁকে করতে দিই কেন?

সুনন্দা সেইদিনই তার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছিল, কোথায়—তা বিশু জানিত না। তারপর হইতে একদিনও আর উভয়ের সাক্ষাৎ হয় নাই।

প্রতি মুহূর্ত্তেই সুনন্দার সুপরিচিত কণ্ঠস্বর কানে আসিবার আকাঙ্ক্ষায় বিশু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

হবে, সেগুলো যদি কখন ভুলে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, সেই মুহূর্ত্তে ভুলে যাবেন।

কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই, আপনি কে?

লোকটি ধীর শান্ত কণ্ঠেই জবাব দিল, আমি জানি বিশুবাবু, কি নিদারুণ উৎকণ্ঠার ভেতর দিয়েই না সময়টা আপনি কাটাচ্চেন! আপনার মত অবস্থায় পড়লে আমাকেও যে ওইভাবে কাটাতে হত, তাও আমি স্বীকার করছি। কিন্তু কি করব বলুন? আপনার কাছ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্য্যন্ত কোন কথাই আমি প্রকাশ করতে পারছি না।

বিশু দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারি, কিন্তু এক সর্ত্তে।

কোন দিক থেকে আমার ক্ষতি হবে না ত?

সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

বেশ, আমি প্রতিশ্রুতি দিলুম।

আর সেই সঙ্গে আমিও প্রতিশ্রুতি দিচ্চি, এখন থেকে আপনার আমার মধ্যে কোন কথাই গোপন থাকবে না। তার কথাশেষের সঙ্গে সঙ্গেই বারান্দাটা বৈদ্যুতিক আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

হঠাৎ আলোর অত্যুগ্র দীপ্তি সহ্য করিতে না পারিয়া বিশু চোখ দুটা বুজাইয়া ফেলিল এবং পর মুহূর্ত্তে চোখ মেলিতেই দেখিতে পাইল, তার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি যুবা। দীর্ঘ দেহ, বলিষ্ঠ গঠন, বুদ্ধি-উজ্জ্বল নেত্র, উন্নত ললাট।

তার পানে তাকাইতেই যুবকটি তার হাত দুটা যোড় করিয়া বিনয়-

পাঞ্জা চাহিয়াছিল সুনন্দার বিবাহ দিতে। বুকে তার জ্বলিয়া উঠিল ঈর্ষার আগুন। কোন রকমে মনোভাব গোপন করিয়া সে সহজ কণ্ঠেই বলিবার চেষ্টা করিল, তবে আসুন, যত শিগগির সম্ভব আমাদের এ অভিনয় শেষ ক'রি। আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিন বা না দিন, আমাকে নিয়ে যা করবার আদেশ আছে আপনার, এক্ষুনি শেষ করে ফেলুন।

কপিঞ্জল হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল; কহিল, সাহস আপনার অসীম সন্দেহ নেই, কিন্তু তার সঙ্গে অধৈর্য্যটাও সম পরিমাণে আছে দেখছি!

বিশু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল; আমাকে পরিহাস করবার জন্যেই কি আপনাকে এখানে পাঠানো হয়েছে?

মোটেই নয়। আপনি যে আমার বন্ধু বিশুবাবু! বন্ধুকে বন্ধু কখন পরিহাস করতে পারে?

বন্ধু! অর্দ্ধোচ্চারিত কণ্ঠে বিশু বলিয়া উঠিল।

কপিঞ্জল বিচিত্র একটা ভঙ্গীতে মাথা দোলাইয়া কহিল, আপনি কি আমাদের পরস্পরের বন্ধুত্ব অস্বীকার করেন?

বিশু প্রতিবাদ করিয়া কহিল, কিন্তু আমরা ত সত্যিকার বন্ধু নই, বরং আপনি আমাকে শত্রু বলেই ধরে নিতে পারেন, কারণ যার অধীনে আপনি কাজ করেন, সে আমার শত্রু...

তার শত্রু আপনি হতে পারেন, কিন্তু আমরা দুজনেই কি আজ একই লোকের সাহায্যে অগ্রসর হইনি?

একই লোকটি কি সুনন্দা নয়?

মাপ করবেন বিশুবাবু, কারও নাম করবার অধিকার আমার নেই।

ঘাতকতাও না। আমি চাই, যে সব কাজে তার সঙ্গে আমার মনের মিল হয় না, সেই সব কাজে তাঁকে বাধা দিতে।

তাতে কি আপনার কোন ক্ষতির সম্ভাবনা আছে?

তা অবিশ্যি নেই, কিন্তু সেগুলোকে আমি কোনমতেই সমর্থন করতে পারি না।

কেন?

কারণ সে কাজগুলো এমন একজনকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করে —যে আমার প্রিয়।

অর্থাৎ যাকে আপনি ভালবাসেন? বিশুর কণ্ঠে ছিল প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের আভাস।

কপিঞ্জল হয়ত ধরিতে পারিল না; তেমনি আন্তরিকতার সহিত কহিল, হ্যাঁ, যাকে আমি ভালবাসি।

বিশু প্রশ্ন করিল, সে কি সুনন্দা? তার দুই চোখ কৌতুকে নাচিয়া উঠিল।

কপিঞ্জল কহিল, আমাদের দুর্বলের মুখে কারও নাম স্পষ্ট উচ্চারণ না করাই ভাল। তবে আপনার কৌতূহল নিবারণের জন্যে আমি এইটুকু বলতে পারি, যাকে আমি ভালবাসি, তার নাম সুনন্দা নয়, শোভনা।

বিশু বুঝিতে পারিল না, কে এই মেয়েটি? সুন্দরীকে সে চিনিত, সুন্দরী সুজাতাকেও সে চেনে। শোভনা সুনন্দাও তার অপরিচিত নয়, কিন্তু শোভনা কে? শোভনাই কি সুনন্দা?

তাকে চুপ করিতে থাকিতে দেখিয়া কপিঞ্জল পুনরায় কহিল, কথাটা

তুলতে বিশেষ বিলম্ব হল না। তিনি আমার সাহায্য চাইলেন, আর আপনি যে তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত, এ কথাও আমায় জানালেন।

কাজটা কি জানাতে বাধা আছে?

কাজটা হচ্চে এই—সাঙ্কো পাঞ্জার ধনরত্ন লুকিয়ে রেখে তার অনুচরদের জানানো যে, সেগুলো চুরি গেছে। তা হলেই তাদের মধ্যে অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি হবে, তারা আর সাঙ্কো পাঞ্জার আদেশ মেনে চলতে রাজী হবে না।

আপনি এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতে রাজী হয়েছেন?

নিশ্চয়ই। কারণ আমি দেখলুম, বিফল হওয়ার সম্ভাবনা তাঁর যতখানি, সফল হওয়ার সম্ভাবনা আমার ঠিক ততখানিই।

কিন্তু সাঙ্কো পাঞ্জার প্রধান অনুচর সাঙ্কো পাঞ্জারই বিরুদ্ধে—একথা কি তিনি বিশ্বাস করেছেন?

না, করেন নি। কিন্তু আমি যখন তাঁকে বললুম, আপনিও আমার সঙ্গী হবেন, তখন তিনি বিশ্বাস না করে পারলেন না।

বিস্ময়ে বিশুর দুই চোখ বড় বড় হইয়া উঠিল; কহিল, আমি আপনার সঙ্গী হবো?

হ্যাঁ, সেই রকমই কথা দিয়েছি তাঁকে।

আমার সম্মতি না নিয়েই?

আমি জানি, এ কাজে সহায়তা করতে আপনি কখন অমত করবেন না।

কিন্তু আমি যে আপনার কথায় কোনমতেই বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি না।

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে বিশুর চোখ দুটা সজল হইয়া আসিয়াছিল। কোনমতে জল নিরোধ করিয়া কহিল, এতেই হবে, আর বেশি কিছু চাইনি। আমি আপনার সাহায্য করতে প্রস্তুত। কি করতে হবে আদেশ করুন।

কপিঞ্জল গম্ভীর মুখে কহিল, কাজটা এমন বিশেষ কিছু কঠিন নয়। আপনি সদা-সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে থাকবেন, আর যদি প্রয়োজন হয়, সাঙ্কো পাঞ্জার জীবন-রক্ষায় সাহায্য করবেন আমাকে।

বিস্ফারিত চোখে কপিঞ্জলের দিকে তাকাইয়া বিশু বলিয়া উঠিল, আপনার কি মাথার গোলমাল হয়েছে কিছু?

বিশুর কথায় কপিঞ্জলের মুখের কোন রেখাই পরিবর্ত্তিত হইল না। সে তেমনিভাবেই বলিতে লাগিল, এই রকম একটা কিছু মনে হওয়াই স্বাভাবিক। আগে আপনি শুনে নিন যে চুক্তির জন্যে আমি এখানে এসেছি এবং আপনাকে যা করতে হবে····

বলিয়াই সে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ থাকিয়া কি যেন ভাবিয়া লইল; তার পর পুনরায় সুরু করিল, শুনুন বিশুবাবু, আজ আমি আপনাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাব, যেখানে সাঙ্কো পাঞ্জার প্রধান প্রধান অনুচরেরা এক সঙ্গে মিলবে। তাদের সভায় গিয়ে আমি ঘোষণা করব, সাঙ্কো পাঞ্জার সমস্ত ধনরত্ন চুরি হয়ে গেছে, সুতরাং যে কার্য্যতালিকা আমাদের স্থির হয়েছিল, তা বাতিল। শুধু এই ক'টি মনে রাখবেন বিশুবাবু, শুধু এই কথা কটীই সহস্র সহস্র প্রাণীর জীবন রক্ষা করবে।

তার পর?

বিশু সম্মতি দিয়া কহিল, কথা দিয়ে আমি কখন তা প্রত্যাহার করি না।

কপিঞ্জল মৃদু হাসিয়া কহিল, তা আমি জানি এবং জানি বলেই সেই মহিলাটিকে অভয় দিতে পেরেছিলুম। সময় সংক্ষেপ, এবার আমাদের যেতে হয়।

চলুন।

বিশুর কণ্ঠস্বর শান্ত হইলেও অনাশঙ্ক একটা বিপদের আশঙ্কায় তার বুকের ভিতর উত্তাল রক্তস্রোত দ্রুতগতিতে উঠা-নামা করিতেছিল। সত্যই সে কি সাধো পাঞ্জার আহুত সভায় চলিয়াছে, না তারই কোন পাতা ফাঁদে পা দিতে উদ্যত হইয়াছে? কোন্‌টা সত্য?

কত বড় বিপদের মধ্যে যে মাথা গলাইতে চলিয়াছে সে, বুঝিতে পারিলেও মনে মনে তার যথেষ্ট ভরসা ছিল, এর ভেতর আছে সুনন্দার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। যত বড় বিপদই সম্মুখীন হউক, জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া আরব্ধ কার্য্য তাকে শেষ করিতেই হইবে।

কপিঞ্জল আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিতেছিল, পিছনে ছিল তার বিশু। একটা ঘরের ভিতর দিয়া আর একটা ঘরে যাইবার পথ। তার পরই বাহির হইবার দরজা। দরজার সামনে অগ্রসর হইয়া কপিঞ্জল কহিল, আসুন বিশুবাবু, এই দিকে।

বিশু দরজা দিয়া মাথা গলাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরে প্রহরায় দাঁড়াইয়াছিল যে লোকটা, হঠাৎ সে তার হস্তধৃত পিস্তলটা বিশুর মাথা লক্ষ্য করিয়া উঁচাইয়া ধরিল। বিশুর কানে কানে কে যেন বলিল, সাবধান, বিশু সাবধান!

কপিঞ্জল বলিল, হ্যাঁ, আরো একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি, সেটাও কিন্তু আসল। আত্মরক্ষার জন্যে কোন অস্ত্র-শস্ত্র আছে ত আপনার কাছে ?

এত বড় বিপদের মধ্যেও বিশুর হাসি আসিল। পকেট হইতে সেই মাংস-কাটা ছুরিখানা বাহির করিয়া, কপিঞ্জলের চোখের সামনে ধরিয়া কহিল, একমাত্র এই জিনিষটা ছাড়া আমার আর কোন অস্ত্রই নেই।

কপিঞ্জল গভীর বিস্ময়ে কহিল, শুধু এই নিয়ে আপনি এখানে এসেছেন ? অথচ জানেন, যদি কেউ আপনাকে আক্রমণ করে, তাহলে এ দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতেও পারবেন না ?

উত্তরে বিশুর মুখে পুনরায় হাসি ফুটিয়া উঠিল।

কপিঞ্জল বলিয়া উঠিল, সত্যি আপনার সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি বিশুবাবু। এই নিন তবে আমার পিস্তলটাই। আজকের ঘটনাগুলোর ভেতর কেমন যেন একটা অস্বাভাবিকতা রয়েছে, না হ'লে সাঙ্কো পাঞ্জার প্রধান অনুচর তার নিজের অস্ত্র তুলে দেয় সাঙ্কো পাঞ্জারই চিরশত্রু বিশুবাবুর হাতে ?

পিস্তলটা পরীক্ষা করিতে করিতে বিশু উত্তর দিল, শুধু এটাকেই বা, অস্বাভাবিক বলছেন কেন, সাঙ্কো পাঞ্জার সংস্রব আছে যেখানে, সেখানে স্বাভাবিকতার একটু ছোঁয়াচও নেই।

পিস্তলের মুখটায় অতি ক্ষুদ্র আকারে 'স' অক্ষরটা খোদাই করা ছিল। বিশু বুঝিল, পিস্তলটা কপিঞ্জলের নয়, সাঙ্কো পাঞ্জার। কিন্তু এ সম্বন্ধে সে আর কোন উচ্চবাচ্যই করিল না।

তালাটাতে সত্যই চাবি দেওয়া ছিল না। ধীরে ধীরে সিন্দুকের

ডালাটা তুলিয়া বিশু তার ভিতর প্রবেশ করিল। ঠিক এই সময় আবার কে যেন তার কানে কানে কহিল, সাবধান বিশু, সাবধান!

কার এ সতর্কতা-বাণী! বিশুর দৃঢ় নিবদ্ধ ওষ্ঠাধরে বিচিত্র একটা হাসির সূক্ষ্ম আভাস দেখা দিল।

কপিঞ্জল জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে না ত?

বিশু উত্তর দিল, না। দিব্যি আরামই মনে হচ্ছে। সিন্দুকের উদরটি ত আর কম নয়—একটি ব্রহ্মাণ্ড। আমার মত একজন কেন দশজনেও এর এককোণ ভরাতে পারবে না।

গন্তব্য স্থান আমাদের বেশী দূরে নয়, মিনিট কয়েকের মধ্যেই পৌঁছে যাব। বন্ধুভাবে আমাদের কিন্তু এই শেষ দেখা। এর পর যখন আমরা মিলব—বোধ হয় শত্রুভাবেই।

বিশু জবাব দিল, সেটা আর আশ্চর্য্যের কি।

লরী চলিতে সুরু করিল।

বাহিরের কোন শব্দই আর স্পষ্টভাবে শোনা যাইতেছিল না। কপিঞ্জলের কণ্ঠস্বরও বিচিত্র একটা ভাষায় বিশুর কানে গিয়ে পৌঁছিতেছিল।

নিরুদ্দেশ যাত্রা! কে জানে কোথায় এর শেষ! বিশুর মনে হইল, পথের সন্ধানটা যদি কোন রকমে পাওয়া যাইত....

লরীটা এতক্ষণ সোজা রাস্তা ধরিয়াই চলিতেছিল, এবারে বাঁকিল বাঁদিকে....তারপর ডান দিকে....তার পর আবার বাঁদিকে....

তারপর মনে হইল লরীটা যেন পিছু হটিতেছে। কিন্তু তারপর কোন্ দিক ধরিল, বিশু বুঝিতে পারিল না, বুঝিতে আর চেষ্টাও করিল না।

প্রয়োজন পরস্পরের মধ্যে এই ধনরত্ন বিভাগ করে নেওয়া। নাও, এস.... না, দাঁড়াও। এই ধনরত্নের অংশ ছাড়াও কপিঞ্জলের আরো কিছু পাওনা আছে আমার কাছে, সেটা আগে শোধ করে দি। তোমরা সকলেই জান, একজন চোর এসেছিল আমাদের ওপর বাটপাড়ি করতে.কিন্তু কপিঞ্জলের চেষ্টায় তার সে উদ্যোগ আয়োজন ব্যর্থ হয়েছে; শুধু ব্যর্থ ই হয়নি, সে পেয়েছে তার উপযুক্ত শাস্তি। কপিঞ্জল—একমাত্র কপিঞ্জলই রক্ষা করেছে আমাদের এই অগাধ ঐশ্বর্য্য। আমি ওকে দিচ্চি আমার অন্তরের ধন্যবাদ।

সমবেত সকলেই চীৎকার করিয়া উঠিল, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।

সাঙ্কো পাঞ্জার কণ্ঠস্বর আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল, ভাই সব, যদিও জানি, অচ্ছেদ্য আমাদের বন্ধন, নিবিড় আমাদের সম্পর্ক, তবুও মাঝে মাঝে প্রতিজ্ঞার বাঁধনে না বাঁধলে হ ত কোন্‌দিন শিথিল হয়ে পড়বে। তোমরা আবার শপথ কর। আমি নরহন্তাই হই, বা সাধুপুরুষই হই, তোমরা নির্ব্বিচারে আমার আদেশ পালন করবে। আমিও শপথ করছি, আমাদের সকলেরই প্রয়োজনে যে কাজে আমি হস্তক্ষেপ করতে যাচ্চি, যদি আবশ্যক হয়, তাতে আমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করব, দরকার হলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হবো না!

সাঙ্কো পাঞ্জা নিস্তব্ধ হইতেই তার অনুচরেরা একে একে সকলেই প্রতিজ্ঞা করিল।

সিন্দূকের ভিতর বসিয়া বসিয়া বিশু বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। যে কাজ করিবার পূর্ব্বে এরূপ দৃঢ়তার প্রয়োজন হয়, জানি না সে কাজ কত ভীষণ, কত নিষ্ঠুর!

## দশ

ঘুরিতে ঘুরিতে প্রতুল ব্রিজটার এক প্রান্তে আসিয়া রেলিংয়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের ভঙ্গী নির্বিকার হইলেও ভিতরে তার ঝড় বহিয়া চলিয়াছিল।

সাঙ্কো পাঞ্জা পলাইয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। পলাইয়াছে যখন, পলায়নের একটা সুচিন্তিত উপায়ও তখন সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। সে উপায়টা কি?

ধরা যাউক, নদীবক্ষেই তারা ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, তারপর সাঁতার দিয়া নির্বিঘ্নে করিয়াছে তীরে উত্তরণ। কিন্তু তারই বা সম্ভাবনা কোথায়? প্রথমতঃ ঝাঁপ দিলে শব্দ একটা ত হইবেই; দ্বিতীয়তঃ জলের জোয়ারে সাঁতার কাটিয়া পারে পৌঁছানো একরূপ অসম্ভব। সাঙ্কো পাঞ্জা হয়ত শত্রুর হস্তে আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ মনে করিতে পারে, কিন্তু সুজাতার পক্ষে তা কি সম্ভব?

'প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত কোন একটা ধারণা লইয়া কাজ করা প্রতুলের রীতি নয়। তাই সে আবার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাগুলো মনে-মনে আলোচনা করিতে লাগিল।

যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, সুজাতা ও সাঙ্কো পাঞ্জার এই যে সাক্ষাৎ—দৈববশে হয় নাই, পূর্ব্ব হইতে স্থিরীকৃত হইয়া ছিল, তা হইলে এটাও মানিয়া লইতে হয় যে, গঙ্গাস্নান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে তারা এখানে আসে নাই। উদ্দেশ্য একটা ছিল নিশ্চয়ই। তারপর সাঙ্কো পাঞ্জা

অনুসন্ধান আর বৃথা ভাবিয়া প্রতুল কাছিটা ধরিয়াই উপরে উঠিবার সংকল্প করিল।

কাছিটার দূরত্বও তখন বড় অল্প ছিল না। দেহের সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া সে সাতার কাটিতে লাগিল।

খানিক দূর অগ্রসর হইয়াছে, হঠাৎ মনে হইল, ডান পাটা যেন তার কিসে আটকাইয়া গেছে। স্রোতোমুখে হয়ত কোন লতা গাছ বা দড়ির টুকরা ভাসিয়া আসিতেছিল, ভাবিয়া সে পাটা একবার ঝাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তে বাম পাটাও গেল আটকাইয়া।

পিছন ফিরিয়া তাকাইতে দেখিল, জলের ভিতর হইতে দুটা হাত ভাসিয়া উঠিয়া তার পা দুটা সবলে চাপিয়া ধরিয়াছে।

তারপরই প্রবল আকর্ষণ। প্রতুল জলের ভিতর ডুবিয়া যাইতে লাগিল। বাধা দিবে কি, এমনিই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল সে, আততায়ীর বিরুদ্ধে একটি অঙ্গুলি উত্তোলনেরও ক্ষমতা তার ছিল না।

আর কতটুকু! বড় জোর দু'চার মিনিট···তারপরই ব্যস্, চিরদিনের জন্য তাকে ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রতুল একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিল আততায়ীকে সে চিনিতে পারে কিনা····

কিন্তু চিনিতে পারা দূরে থাক্, মাথা তুলিয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া কোন রকমে একবার দেখিতেও সমর্থ হইল না। পরক্ষণেই তার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল।

কক্ষটী দুলিতেছিল—সঙ্গে সঙ্গে তার দেহটাও লৌহ প্রাচীর গাত্রে অবিরাম ঘর্ষিত হইতেছিল। সুতীব্র-যাতনা।....

সহসা বিতুর মনে হইল, সে কি কোন জাহাজের ভিতর আবদ্ধ রহিয়াছে? কিন্তু জাহাজের আরোহীর সহিত নিজেকে তুলনা করিতেই তার সম্ভাবনাটাও বিলুপ্ত হইয়া গেল।

রুদ্ধ বায়ু মুক্তির পথ না পাইয়া, ক্রমশঃই তার কণ্ঠনালি চাপিয়া ধরিতেছিল।

আর কতক্ষণ?

মরণের ভয় কোনদিনই সে করে নাই। যেটা নিশ্চয়ই একদিন আসিবে স্বাভাবিকভাবেই আসুক অথবা সাকো পাঞ্জাই তার উপলক্ষ্য হোক্, তাকে ভয় করিয়া লাভ?

কিন্তু একটা কথা—সেই কথাটাই অবিরাম তার বুকের ভিতর খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতে লাগিল। পরাজয়ের ব্যর্থতা লইয়া সাকো পাঞ্জার হাতেই মরিতে হইল তাকে?

প্রতুল এখন কোথায়? জীবন প্রদীপ নিভিবার পূর্ব্বে একবার কি তার সহিত দেখা হইবে না? হায়রে দুরাশা!

কপালে তার বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া উঠিল। মুক্তির সম্ভাবনা কি তার সত্যই নাই?

হঠাৎ মন যেন বলিয়া উঠিল, আছে, নিশ্চয়ই আছে এমন কত বারই ত মৃত্যুর হাত হইতে আশ্চর্য্য উপায়ে সে রক্ষা পাইয়াছে।

কক্ষটা তখনও সেই ভাবে দুলিতেছিল, ঘুরিতেছিল, কাত হইয়া

পড়িতেছিল। একটানা একঘেয়ে শব্দ!...হঠাৎ বিশুর মনে হইল, বাহির হইতে যেন একটা নূতন শব্দ আসিতেছে।

কান পাতিয়া বিশু শুনিল। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ঠিক যেন উখা ঘষার শব্দ। উখা দিয়া ঘষিয়া নিশ্চয়ই কেহ লৌহদ্বার উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিতেছে। আনন্দের আতিশয্যে সে চীৎকার করিয়া উঠিল, একটু তাড়াতাড়ি বন্ধু, একটু তাড়াতাড়ি...

চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হইল, বিকারগ্রস্ত রোগীর মত সে ভুল বকিতেছে না ত?

লৌহকক্ষের ভীষণতার কথা স্মরণ করিয়া কিছুতেই তার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না, এবার সে কোনমতে মুক্তি পাইবে। নিশ্চয়ই সে ভুল শুনিয়াছে।

শব্দটা আরও যেন স্পষ্ট বলিয়া বোধ হইল। উখাটা নিশ্চয়ই লৌহ-গাত্র ভেদ করিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।

পরক্ষণেই সন্দেহ আসিয়া মনে উদিত হইল, সত্যই কি ওটা উখা ঘষার শব্দ? তাই যদি হয়, তার সহিত মুক্তির কি সম্বন্ধ?

কোন সম্বন্ধই হয়ত নাই, অন্য কোন প্রয়োজনে কেহ হয়ত উখা ঘষিতেছে, মুক্তি-পিপাসু বিশুর মন দেখিতেছে স্বাধীনতার স্বপ্ন!

এই স্বপ্ন দেখিতে দেখিতেই জীবনের যে শেষ হইয়া যাইবে, বিশুর আর সন্দেহ রহিল না। ধীরে ধীরে সে চোখ মুদিল। কানের ভিতর দিয়া, নাকের ভিতর দিয়া তার রক্ত ক্ষরিয়া পড়িতে লাগিল।

নিয়ে এল এরা ? ছিলাম জলের তলায়,নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল, নিয়ে এল এমন জায়গায়, যেখানে বইছে মুক্ত বায়ু, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের আর কোন অসুবিধাই নেই। অথচ জলের ওপর এনেছে বলেও ত মনে হচ্ছে না। কিন্তু উঃ...

প্রতুলের মনে হইল, তার দেহের অস্থিগুলা পর্য্যন্ত যেন এক সঙ্গে চুরমার হইয়া গেল।

নিষ্করুণ বাহক দুটা এই সময় তাকে সজোরে মাটীর উপর ফেলিয়া গড়াইয়া দিল।

প্রতুল আত্মরক্ষার কোন চেষ্টাই করিল না, কারণ তাতে ফল হইবে বিপরীত।

পরক্ষণেই দরজা বন্ধ করিবার শব্দ তার কানে আসিল। শিকলের পরিবর্ত্তে দরজায় যে স্ক্রু ও বল্টু আঁটিয়া দেওয়া হইল, তাও তার বুঝিতে বাকী রহিল না।

এতক্ষণ পরে একাকী সহজভাবে নিঃশ্বাস ফেলিতে পাইয়া প্রতুল মনে মনে স্বস্তি অনুভব করিল।

এবার তার চিন্তা করিবার সময় আসিল—কোথায় আছে সে ? কোন জাহাজে নয় নিশ্চয়ই, জাহাজ জলে ভাসে। তবে....হ্যাঁ, ডুবো জাহাজ হইতে পারে। সাঙ্কো পাঞ্জার পক্ষে তার হতভাগ্য বন্দীদের জন্য এক-খানা ডুবো জাহাজ সংগ্রহ করা বিচিত্র নয়। এখানেই সে সম্পূর্ণ নিরাপদ, কারণ পুলিশ কোনদিনই ইহার সন্ধান পাইবে না। আইনের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ইহাই তার চরম এবং পরম উপায়।

মুক্তির একটা উপায় নির্দ্ধারণের জন্য প্রতুল এবার সচেষ্ট হইয়া

প্রতুল কাজ সুরু করিল।

জামা কাপড় ছাড়িয়া জলে নামিবার পূর্ব্বে সে তার গলার মাফলারটা কোমরে জড়াইয়া লইয়াছিল। কোমর হইতে সেটা খুলিতে খুলিতে আপন মনেই বলিল, আত্মরক্ষার জন্যে এর চেয়ে বেশি সাবধানতা কি আর অবলম্বন করা যেতে পারত? এরা আমাকে মৃত মনে করে দেহটা অনুসন্ধান করে দেখেনি, তাই। দেখলে এগুলো কখনই আমার কাছে রাখত না।...কিন্তু দেখলেই কি বুঝতে পারত? যত বড় চতুর, যত বড় ধূর্ত্তই হোক্ সাঙ্কো পাঞ্জা, এর বিশেষত্ব কিছুতেই সে ধরতে পারত না।

মাফলারের ভিতর ছিল কতগুলা ক্ষুদ্র লোহার কৌটা। আকারে হয়ত একটা বোতামের চেয়ে বড় নয়। প্রতুল সেগুলা এক একটা করিয়া গুণিয়া তুলিতে তুলিতে বলিল, যতটা উপাদান আছে এর ভেতর, আকাশ-প্রমাণ একটা বাড়ী মুহূর্ত্তের ভেতর ধূলিসাৎ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। আমার এই কারাকক্ষের ক্ষুদ্র লোহদ্বার—এর অস্তিত্ব আর কতটুকু?

কৌটার ভিতর বাদামী রংয়ের একপ্রকার চূর্ণ ছিল। একে একে সেগুলা এক সঙ্গে জড়ো করিয়া, মিশাইয়া লইয়া প্রতুল দরজাটির সামনে রাখিয়া দিল। মৃদু হাসিয়া কহিল, ভীষণ বিস্ফোরণের সর্ব্বশেষ আবিষ্কার! সারা পৃথিবীটার উচ্ছেদ সাধন করা যায়! সাঙ্কো পাঞ্জার অত্যাচার থেকে দেশকে রক্ষা করতে এটাই আমার অমোঘ অস্ত্র...

হঠাৎ মনে পড়িল বিশুর কথা—তার অভিন্নহৃদয় বিশু, তার সহোদরাধিক বিশু...কোথায় যে সে, কে জানে? হয়ত কৌশলী সাঙ্কো পাঞ্জার

পাতা ফাঁদে পা দিয়া তার জীবনও বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। হয়ত সে প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে।

সাঙ্কো পাঞ্জার সহিত সমরে পতন হইলে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য একমাত্র বিশুই হইবে তার উত্তরাধিকারী। সেই বিশু যদি আজ সত্যই...

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হইল, যে কার্য্যে ব্রতী হইয়া তারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, সেই কার্য্যে মরণই যদি হয় অবশ্যম্ভাবী, তার জন্য দুঃখ করিবার কি আছে?

আসুক সাঙ্কো পাঞ্জা, সে তাকে সাদর অভ্যর্থনা করিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মরুক বিশু, ক্ষতি নাই; মরুক প্রতুল, দুঃখ করিবার কেহই থাকিবে না।

হঠাৎ তার কানে ভাসিয়া আসিল কার যেন মৃদু কণ্ঠস্বর। প্রতুল উৎকর্ণ হইয়া উঠিল।

প্রতুলবাবু—প্রতুল...কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল।

সাড়া দিবার পূর্ব্বে প্রতুল ভাবিতে লাগিল।

আবার সেই করুণ কণ্ঠ: আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্চেন না, প্রতুলবাবু?

প্রতুল ভাবিতে লাগিল, আমি জীবিত কি মৃত জানিবার জন্য সাঙ্কো পাঞ্জার একটা ফন্দী নয় ত?

কিন্তু আবার সেই কম্পিত কণ্ঠ কানে আসিয়া বাজিল, আমার কথার জবাব কি আপনি দেবেন না প্রতুলবাবু? দয়া করে একটী বার সাড়া দিন।

কাটিতে পারিতেছে না। ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া সে কহিল, অতীতের কথা নিয়ে মিছে তর্ক করে আর লাভ নেই। এখন বর্ত্তমান নিয়েই আলোচনা করা যাক্। কি বলতে চান আপনি?

সুজাতা ঢোক গিলিয়া কহিল, ব্যাপারটা খুবই সাংঘাতিক—আপনার পক্ষে মর্ম্মান্তিকও।

কিন্তু শুনে আমার লাভ নেই, কারণ এ অবস্থায় আমি তার কোন প্রতিকারই করতে পারব না!

প্রতিকার করতে আপনি পারবেন না ত পারবে কে?

এই মেয়েটিকে এতদিনেও প্রতুল চিনিতে পারিল না। ও যে কি বলিতে চায়, আর কি করিতে চায়, তা যেমনি জটিল, তেমনি দুর্ব্বোধ্য। প্রতুলের শক্তি-সামর্থ্যের উপর ওর বিশ্বাস কতখানি এবং সাঙ্কো পাঞ্জাকেই বা ও কতটুকু বিশ্বাস করে....

তাকে স্তব্ধ থাকিতে দেখিয়া সুজাতা পুনরায় কহিল, শুনুন প্রতুল বাবু! আজ রাত্রে বিশু 'ড্রাকে' আক্রমণ করেছিল।

হঠাৎ কৌতূহলী হইয়া প্রতুল প্রশ্ন করিল বিশু আক্রমণ করেছিল সাঙ্কো পাঞ্জাকে? কোথায়?

অনুচরদের নিয়ে গুপ্ত একটা সভায় যখন সে বক্তৃতা দিচ্ছিল, তখন বিশু হঠাৎ কোত্থেকে বেরিয়ে....

কোত্থেকে বেরিয়ে মানে? কোথায় ছিল সে? সভার কথা পূর্ব্বাহ্ণেই জানতে পেরে কোথাও কি ওৎ পেতে দাঁড়িয়েছিল?

তা আমি ঠিক বলতে পারি না!

ওঃ! কি দুঃসাহসী ছেলে? তারপর?

শুঁড়ার উপর হইতে প্রথমে উঠিল ক্ষীণ একটা ধূমরেখা এবং তার পরই....

বিস্ফোরণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতুলের কানে আসিল বিকট একটা শব্দ, চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল এক ঝলক অগ্নিশিখা। পরক্ষণেই মনে হইল, কোন একটা অশরীরী শক্তি যেন তার দেহটাকে লইয়া জলের উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিল। বাহিরের অনুভূতিটা ফিরিয়া আসিতেই বুঝিতে পারিল, নদীজলে সে সাঁতার কাটিতেছে।

বিস্ফোরণ কি ভাবে হইয়াছিল, তার জীবনটাই বা রক্ষা পাইল কি প্রকারে—ভাবিবার সময় তখন ছিল না। সে শুধু ভাবিতেছিল, বিস্ফোরণে ধ্বংস হইয়াছে কতটুকু? শুধু তার কক্ষটাই, না তুরো জাহাজের সমস্ত টুকুই? সাঙ্কো পাঞ্জা কোথায় গেল? সুজাতা বা গেল কোথায়?

ভাবিতে ভাবিতেই সে তীরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। হঠাৎ পায়ে ঠেকিল ভারীমত কি একটা বস্তু।

ঘাড় তুলিয়া তাকাইতেই সে দেখিল, জলে ভাসিতেছে একটি নরদেহ—তারই স্বেচ্ছাকৃত বিস্ফোরণে আহত কোন হতভাগ্য। হঠাৎ প্রতুলের মনে হইল, সাঙ্কো পাঞ্জা নয় ত?

কিন্তু সাঙ্কো পাঞ্জা যে নয়, সাঁতার দিয়া কাছে আসিতেই সে ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। দেহের প্রায় সবটাই জলে নিমজ্জিত থাকিলেও স্রোতে ভাসিতেছিল এক রাশ চুল ও পরিহিত সাড়ীর একটা প্রান্ত।

সুজাতা যে—কোন সন্দেহই আর রহিল না। সমবেদনায় প্রতুলের বুক ভরিয়া উঠিল। শক্তির প্রতিটি বিন্দু সে নিয়োগ করিল ভাগ্য-বিড়ম্বিতা এই রমণীটির উদ্ধারে!

একবার ছুটিয়া গিয়া সেগুলা পরিয়া আসে। কিন্তু যদি সেই অবসরটুকুর সুযোগ লইয়া সুজাতা কোথাও চলিয়া যায়! মনের ইচ্ছা তার মনেই দমন করিতে হইল।

সুজাতা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে জলের দিকে তাকাইয়া কি ভাবিতেছিল, কে জানে? এইখানেই কি সাঙ্কো পাঞ্জার সহিত তার সাক্ষাৎ হইবে? তাই সে প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে?

সমস্তটাই যেন ঘন তমসাচ্ছন্ন।

বসনা ছুটিয়া গিয়া একটা ক্লু ড্রাইভার আনিয়া দিল।

নাটগুলা একে একে খুলিতে খুলিতে বিশদ বলিতে লাগিল, এ জিনিষটার নাম বয়া। এগুলোকে চেন দিয়ে মাটীর সঙ্গে বেঁধে গ্যাঙ্গেসের মানে গঙ্গার মাঝখানে ফ্লোট ক'রে মানে ভাসিয়ে রাখা হয়। এই দেখনা এর গায়ে এখনো চেনের পিস্ মানে টুকরো খানিকটা ঝুলছে। আরে দেখ, দেখ, এ পাশটা একেবারে টোল খেয়ে গেছে, বোধ হয় যেন কোন একটা হার্ড থিংয়ের মানে শক্ত জিনিষের সঙ্গে মোষ্ট মার্সিলেসলি মানে খুব নির্ম্মমভাবে ধাক্কা খেয়েছে....

ইতিমধ্যে সে কতগুলা বল্ট খুলিয়া ফেলিয়া বয়ার উপর দিককার ঢাকনা খানিকটা সরাইয়া ফেলিয়াছিল। কেষ্টা তার ভিতরে একবার উঁকি মারিয়াই কয়েক পা পিছাইয়া আসিয়া বলিল, সাত্যই ত! একটা মরদ যে রে...

মরদ? বিশদ বয়াটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

বসনা তাড়াতাড়ি তার পাশে আসিয়া কহিল, মরিয়ে গেছেক, না বাঁচিয়ে আছেক রে?

বিশদ জবাব দিল, না, না, মরে নি, এখনো ব্রিদিং হচ্চে, তবে মোষ্ট স্লোলি মানে খুব আস্তে....লোকটাকে তাড়াতাড়ি বাইরের ফ্রি এয়ারে মানে মুক্ত বাতাসে বার করে নিয়ে এলে হয়ত ভ্যালুয়েবল লাইফটা মানে মূল্যবান জীবনটা সেভ মানে রক্ষে হয়েও যেতে পারে!

ধরাধরি করিয়া তারা বিশুর অচৈতন্য দেহটাকে বাহির করিয়া আনিল।

বসনা বলিয়া উঠিল, আরে, আরে, লোকটার নাকে মুখে ফিনিক দিয়ে যে রক্ত বেরুচ্চেক রে!

কেষ্টা বলিল, নিষ্যশ কেউ খুন করিয়ে বয়াটার ভেতর ভরিয়ে দিয়েছেক !

বিশদ ধমক দিয়া কহিল, ও সর অন্‌নেসেসারি টক্‌স্ মানে বাজে বক্তৃতা ছেড়ে দিয়ে যাতে তাড়াতাড়ি লোকটার সেন্‌স্ মানে জ্ঞান ফিরে আসে, তার ব্যবস্থা কর দিকি। ড্যাম্প মানে ভিজে মাটীতে না শুইয়ে রেখে চল নিয়ে যাওয়া যাক্ নৌকোতে…

বিশুকে তৎক্ষণাৎ নৌকাতেই লইয়া যাওয়া হইল এবং তার জ্ঞান ফিরিয়া পাইতেও বিলম্ব হইল না।

চোখ মেলিয়া চারিদিকে একবার তাকাইয়া লইয়া বিশু কহিল, এখন আর কিছু নয়, আমি শুধু একটু ঘুমোব…

সত্যই সে ঘুমাইয়া পড়িল।

যমুনা কহিল, মোদের আবার কোন ফ্যাসাদে পড়তে হবেক না ত বিশুদা ?

বিশদ গম্ভীর গলায় জবাব দিল, তার পসিবিলিটি মানে সম্ভাবনা একটু আছে বৈকি !

কেষ্টা মুখব্যাদান করিয়া কহিল, কি বলছক ?

বিশদ বলিল, বলছি যা মোষ্ট ট্রুথ মানে খুব সত্যি। হয়ত পুলিস এসে সার্চ্চ মানে খোঁজ করতে পারে…

কেষ্টা ও যমুনা উভয়েই হতবুদ্ধির মত সমস্বরে প্রশ্ন করিল, তা হলে উপায় ?

বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িতে নাড়িতে বিশদ কহিল, উপায় হচ্ছে পুলিসকে আমাদের আগে জানানো…

বসনা বুঝিতে পারিয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, এ ভদ্দর লোকটির সাথে আপনাকার চেনা পরিচয় আছে নাকি, এজ্ঞে ?

যামিনী একটু উত্তেজনার সহিতই কহিল, শুধু আমার চেনা ? তোমরাও চেনো হে, তোমরাও চেনো।

বসনা অবাক হইয়া বলিল, মোরাও চিনি ? কিন্তুন্ মোরা ত কক্ষনো এঁকে দেখি নাই এজ্ঞে ?

যামিনী উগ্র কণ্ঠে বলিল, শুধু দেখলেই চেনা যায়, নৈলে আর চেনা যায় না ? তুমি তোমার ঠাকুর্দ্দার যাবাকে চেনো ?

বসনা বলিল, চিনিনি এজ্ঞে, তবে তেনার নাম শুনেছি।

এত সহজে কত বড় একটা সমস্যার সমাধান করিল ভাবিয়া যামিনী গর্ব্বোৎফুল্ল কণ্ঠে কহিল, তেমনি এঁকে কখন দেখনি, কিন্তু এঁর নাম শুনেছ।

কি নাম এঁর এজ্ঞে ?

এর নাম হচ্চে বিশু—বিশু বাবু—বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিশু ? পরতুল বাবুর স্যাঙাৎ ? সাঙ্কো পাঞ্জার দুষমণ ?

যামিনী বিশুর পকেট হাতড়াইতে হাতড়াইতে বলিল, সাঙ্কো পাঞ্জার দুষমণ নয়, তারও স্যাঙাৎ।

বসনা সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল, কিন্তুন্ মোরা শুনেচি যে এজ্ঞে....

যামিনী তাড়াতাড়ি তার পকেট হইতে হাতকড়াটা বাহির করিয়া বিশুর হাতে পরাইতে পরাইতে কহিল, ভুল শুনেছ আর এতদিন আমরাও ভুল করে এসেছি....

কি ভুল যে তাহারা করিয়াছে, বসনাও বুঝিল না ; কেষ্টাও বুঝিল না।

তিলে তিলে মরণের পথে অগ্রসর হচ্ছিলাম।

বিচারক বিরক্তি-তিক্ত কণ্ঠে কহিলেন, আমার প্রশ্নের উত্তর হ'ল কি ওই ?

বিশু জবাব দিল, কিন্তু ও ছাড়া ত উত্তর দেবার কিছুই নেই আমার।

আছে কি না আছে, বুঝবে আদালত।

আদালত মানে ? আপনি কি আমাকে সেখান পর্য্যন্ত নিয়ে যাবেন নাকি ?

আপনি কি মনে করেন ছুটি আপনার এখান থেকেই হবে ?

মনে করা কি অন্যায় ?

ন্যায়ই বা মনে করেন কিসে, জানতে পারি কি ?

নিশ্চয়ই। কারণ মানুষের সাধারণ বুদ্ধিই বলবে, এভাবে আমাকে আটক করে রাখা অন্যায়।

আপনার ধারণাটাও কি তাই ?

বিশু দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, শুধু ধারণা নয়, আমি সেটা সত্যি বলেই প্রমাণ করব। প্রথমে ধরা যাক, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি। আপনারা বলবেন, আমি সাঙ্কো পাঞ্জাকে মুক্তি দিয়েছি। তাই যদি সত্য হয়, তাহলে সেই উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপই কি সে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল ?

বিচারক অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া কহিলেন, বড়ই দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্চে, আপনার কথাটা আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না।

বিশু ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, আপনি যদি কোনদিন আমার অবস্থায় পড়েন....

বিচারক বাধা দিয়া কহিলেন, প্রগল্‌ভতা !

বিশু সঙ্গে সঙ্গে কহিয়া উঠিল, মোটেই নয়, বরং বলতে পারেন স্পষ্ট-বাদিতা। যাই হোক্, আমার পক্ষীয় একজন সাক্ষ্যের দাবী আইনতঃ আমি করতে পারি কি ?

দাবী করতে পারেন না, অনুরোধ করতে পারেন।

বেশ, অনুরোধই করছি মিঃ মিত্রের কাছে আমাকে একবার নিয়ে যেতে।

মিঃ মিত্র একদিন বিচারকের পক্ষেই অধিষ্ঠিত ছিলেন, আজ তিনি এড্‌ভোকেট জেনারেল।

তাঁর নাম শুনিয়া বিচারক একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, বেশ, তাঁর কাছেই আপনাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি—অবিশ্যি যদি তিনি দেখা করতে চান।

বৈদ্যুতিক ঘণ্টাটা টিপিতেই যে পুলিশ-প্রহরীটি হাজির হইল, তারই হাতে তিনি একটুকরা কাগজ লিখিয়া পাঠাইলেন মিঃ মিত্রের কাছে।

বিশু অতিষ্ঠ হইয়া কহিল, ইতিপূর্ব্বে যে পুলিশেরই সহায়তার জন্যে হাজারবার জীবন বিপন্ন করেছে, আজ তারই হাতে পড়েছে লোহার হাতকড়া ! এরই নাম প্রত্যুপকার ! এরই নাম কৃতজ্ঞতা !

বিশুর কথার উত্তরে বিচারক আর কিছুই বলিলেন না।

প্রায় মিনিট দশেক পরে মিঃ মিত্রের নিকট হইতে খবর আসিল, বিশুর সহিত দেখা করিতে তাঁর কোন আপত্তিই নাই।

বিশুকে মিঃ মিত্রের অভিমত জানাইয়া বিচারক বলিলেন, মিঃ মিত্র যদি আপনাকে মুক্তি দেন, আমি খুসীই হবো তাতে। আশা করি ভবিষ্যতে আবার আমাদের দেখা হবে।

সাঙ্কো পাঞ্জাকে বন্দী না করেই তিনি...

ভুল কে না করে, মিঃ মিত্র ?

কিন্তু আপনি এটা নিশ্চয় করে বলতে পারেন ?

নিশ্চয় মানে ? রাত্রির পর দিন আসে, দিনের পর রাত্রি—এটা যেমন আমি নিশ্চয় জানি, তেমনি এর মধ্যে এতটুকু সন্দেহের স্থান নেই। যাক, তারপর আমি যা বলতে চাই। সাঙ্কো পাঞ্জাকে আমি মুক্তি দিইনি বটে, তবে এটাও আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি, তার জীবন রক্ষার জন্যে জীবনটা আমার বিপন্ন করে তুলেছিলুম।

কথাটা যেন স্পষ্ট শুনিতে পান নাই, এমনই ভাবে মিঃ মিত্র বলিয়া উঠিলেন, কার জীবন রক্ষার জন্যে ? সাঙ্কো পাঞ্জার ?

হ্যাঁ, সাঙ্কো পাঞ্জার। প্রতিদানে তার আমি কি পেয়েছি জানেন ? সাঙ্কো পাঞ্জা আমারই বুকে গুলি ছুড়েছিল। কিন্তু কপিঞ্জল...

কপিঞ্জল আবার কে ?

চেনেন না আপনি তাকে ? খাসা ছোকরা ! চমৎকার বুদ্ধি। সাঙ্কো পাঞ্জা আমাকে গুলি করলে বলে ঠিক বুঝতে পারলুম না, সে তার দলের কি....

কথাটা তার আর শেষ হইল না ; মিঃ মিত্রের দৃঢ়-সংকল্পিত মুখের দিকে নজর পড়িতেই সে স্তব্ধ হইয়া গেল। না, এ ভাবে মুক্তির আশা তার দুরাশা মাত্র। তাই সে প্রসঙ্গটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে আর কিছু খুজিয়া পাইয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

হাসিটা তার কৃত্রিম বুঝিয়াও মিঃ মিত্র তার সহিত হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মুখে তাঁর হাসি ফুটিল না।

## ষোলো।

অবরুদ্ধ ক্রোধে নিজের মনেই বিশু গর্জ্জন করিয়া উঠিল, অবশেষে মিঃ মিত্রও মনে করলেন, আমি পাগলের ভাগ্যিস বক্তব্যটা ওঁর শুনতে পেলুম...

অতঃপর বিশু তার কার্য্যপন্থা স্থির করিয়া লইল। যতদূর মনে হয়, ডাক্তার না আসা পর্য্যন্ত মিঃ মিত্র আর এখানে ফিরিয়া আসিবেন না। সেই অবসরটুকুর মধ্যে তাকে পলায়নের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে।

কিন্তু হাতে লৌহ-শৃঙ্খল, তত্রাচ সে হতাশ হইল না। প্রথমেই দিল দরজাটা অর্গলবদ্ধ করিয়া। তারপর জানালার ধারে একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া গিয়া সেটাকে এমনভাবে রাখিল, যেন দেখিলেই মনে হয়, জানালার ভিতর দিয়া কেহ পলাইয়াছে। সন্দেহটা দৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে জানালার পর্দ্দাটা টুকরা টুকরা ছিঁড়িয়া, গিট বাঁধিয়া নিচের দিকে সে ঝুলাইয়া দিল।

তারপর চকিত দৃষ্টিটা ঘরের চারিদিকে একবার বুলাইয়া লইয়া লুকাইবার একটি স্থানও সে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

মিঃ মিত্রের আসন যেখানে, ঠিক তার পিছন দিকে ক্ষুদ্র একটি দ্বার; সেটা ঠেলিয়া বিশু ভিতরে প্রবেশ করিতেই দেখিল, পুরাণো খাতা-পত্রাদি রাখিবার একটী গুদাম। মন তার আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। লুকাইবার পক্ষে এমন উপযুক্ত স্থান আর নাই। তা ছাড়া যেখানে সে

বিশু খুসী হইয়া আত্মগতই কহিয়া উঠিল, তাহলে হয়ত প্রতুলের সন্ধানটাও মিলে যেতে পারে।

মিঃ মিত্র এবার বোধ হয় ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, লোকটা যে পাগল হয়ে গেছে, তা আমি প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলুম তার আজগুবি সব গল্পগুজব শুনে। তবে আমারই ভুল হয়েছিল তাকে একলা ফেলে রেখে যাওয়া...

এইভাবেই সময়টা অতি ধীর—অতি মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল। শুধু কথার পর কথা—পাগলের সম্বন্ধে কার কি অভিজ্ঞতা আছে তারই ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ বক্তৃতা...

বিশু এদিকে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল। একে স্বল্প-পরিসর স্থান তার উপর মশার কামড়। একটু নড়িয়া বসিবার বা মশা তাড়াইবার কোন উপায় নাই, তা হইলেই শব্দ হইবে....

সময়ের কোন ধারণাই বিশুর ছিল না। ক্রমে যেন মনে হইল, বাহিরের গোলমাল একটু কমিয়া আসিতেছে, ভিতরেও আর বিশেষ কোন আলোচনা হইতেছে না। ছুটির সময় নিশ্চয়ই আসন্ন...

হাত-পাগুলা তার অবশ হইয়া আসিতেছিল। এভাবে আর কতক্ষণ থাকা যায়? অথচ আত্মপ্রকাশ করিবার সময়ও এখন আসে নাই। প্রতিটী সেকেণ্ড বিশু মনে মনে গুণিতে লাগিল।

ঘরের ভিতর হঠাৎ আনন্দমোহনের পরিচিত কণ্ঠ শোনা গেল: কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না মিঃ মিত্র!

মিঃ মিত্র বিরক্তিভরেই বলিয়া উঠিলেন, তাহলে আপনার লোকগুলো কোন কাজেরই নয়, দেখছি!

লাগিল। কিন্তু কোন উপায়ই সে স্থির করিতে পারিল না। বিচার কক্ষে টেবিল-চেয়ার ছাড়া এমন কোন জিনিষ ছিল না, যার দ্বারা শিকল কাটা যাইতে পারে।

ঘুরিতে ঘুরিতেই বিশুর নজরে পড়িল, কাঠের আলনাটার উপর কালো একটা আলখাল্লা ঝুলিতেছে। সে বুঝিল, মিঃ মিত্রেরই গাউন এটা।

কিন্তু ওসব তার কোন কাজেই লাগিবে না—যতক্ষণ না এই অভিশপ্ত লৌহ-শৃঙ্খলের বন্ধন হইতে সে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছে।

কিন্তু হঠাৎ একটা কথা বিদ্যুৎ বিকাশের মতই তার মাথার ভিতর খেলিয়া গেল। নাই বা পাইল সে এ বন্ধন হইতে মুক্তি, ওই কালো আলখাল্লাটা দিয়া সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, যদি সে আদালত গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়ে?

পরক্ষণেই তার মনে হইল, কিন্তু আলখাল্লার হাতদুটা লইয়া সে কি করিবে?

যুক্তি যোগাইতেও বিলম্ব হইল না। আলখাল্লার হাতদুটা উল্টাইয়া সে ভিতরের দিকে ঢুকাইয়া দিল এবং অত্যধিক শীতের জন্য নিজের হাতদুটা বুকের উপর গুটাইয়া রাখিল।

এবার তার বাহির হইবার পালা। যদি মিঃ মিত্রের কোন কর্ম্মচারী তাকে দেখিতে পায়, তাহইলে তৎক্ষণাৎ চিনিয়া ফেলিবে। যদি বা কোন রকমে তাদের চোখে ধুলি নিক্ষেপ করা যায়, বাহিরে তোরণ-দ্বারে পুনরায় সজাগ প্রহরী। এটুকু বিপদ মাথায় করিয়া না লইলে মুক্তিলাভ অসম্ভব। বিশু ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

তার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বিশু বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রতুল বাবুর বন্ধু বিশু বাবু।

কিন্তু বিশু বাবু ত....

তাকে শেষ করিতে না দিয়া বিশু পুনরায় বলিয়া উঠিল হ্যাঁ, হ্যাঁ, নেহাৎ ভাগ্যের দোষেই বিশুবাবুর হাতে আজ শিকল পরেছে। কিন্তু আপনি অত ভয় পাচ্চেন কেন? বিশু বাবুকে দেখে ভয় পাবার ত কিছু নেই। শুনুন যাবার আগে একটা কথা আপনাকে বলে যাই, আগামী কালের 'বিশ্বদূত'খানা পড়ে দেখবেন, তাহলে ব্যাপারটার আগাগোড়া সব বুঝতে পারবেন। যান আপনি এই সিড়ি দিয়ে, আর আমার এই সিঁড়ি....

বিশু আর মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল না। এক এক লাফে তিন চারিটা ধাপ অতিক্রম করিয়া নিচে নামিতে লাগিল এবং নিজের মনেই বলিল, ভাগ্যিস্ যার সঙ্গে দেখা হল, সে একজন নারী, তাই তার হাত থেকে অত সহজে নিস্কৃতি পেয়ে গেলুম। এখানেই পুরুষ আর নারী-মনের পার্থক্য। অন্ততঃ ওরা সব ত সুনন্দারই জাত'।

নিচে নামিয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইতেই তার মনে নারীজাতীর উপর যে সদয়-করুণার ভাব জাগ্রত হইয়াছিল, একেবারে তার ভিত্তিতে গিয়া ঘা পড়িল। দেখিল, মহিলাটী তার নির্দ্দিষ্ট স্থানে না গিয়া তারই পিছু পিছু নিচে নামিয়া আসিয়াছে, এবং তোরণ-দ্বারের প্রহরীটীর সহিত মৃদুকণ্ঠে কি কথা কহিতেছে।

বিশুর বুকের রক্ত চমক খাইয়া উঠিল। নারীমাত্রেই যে সুনন্দার জাত, এ বিশ্বাসটা অন্ততঃ তার সেই মুহূর্ত্তেই দূরীভূত হইল।

তোমার একখানা চিঠি আছে, বাবা।

চিঠি! বিশুর কণ্ঠে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল।

পিসিমা বলিলেন, হ্যাঁ বাবা, খামের চিঠি একখানা। ওপরে খুব বড় বড় আখরে লেখা—গোপনীয়। বৌমা দিয়েছেন হয়ত।

চিঠিটা হাতে লইয়া পিসিমাই উপরে উঠিতেছিলেন, বিশু তাঁকে থামাইয়া দিয়া কহিল, না, না, আমিই যাচ্চি, পিসিমা, তোমাকে আর ওপরে উঠতে হবে না।

পিসিমার পাশে আসিয়া বিশু পুনরায় মুষ্টিলে পড়িল। হাত শৃঙ্খলাবদ্ধ চিঠি লইবার উপায় নাই। সঙ্গে সঙ্গে সে বলিয়া উঠিল, চিঠিখানা তুমি ওই সিঁড়ির ওপর রাখো পিসিমা। কাপড়-চোপড় গামার নোংরা, তুমি আবার ছুয়ে ফেলবে!

হস্তাক্ষর দেখিয়া বিশুর বুঝিতে বাকী রহিল না, চিঠিখানার লেখিকা কে! কিন্তু সত্যই কি লিখিয়াছে সে? হঠাৎ কি এমন প্রয়োজন হইল, সুনন্দা চিঠি লিখিবে তাকে?

পেতে নিয়ে তাকে করলে নিরাপদ, আর নিজে করলে ভূশয্যা-গ্রহণ।

তারপর যখন কপিঞ্জলের মুখে শুনলুম, ইহজগৎ থেকে বিদায় দেবার জন্যে তোমাকে বাবা একটা বয়ার ভেতর পুরে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন, তখন কি করে যে আমি নিজেকে সংবরণ করেছিলুম, একমাত্র ভগবানই জানেন! আমার জন্মদাতা পিতা হয়ে যদি তিনি সৃষ্টি কর্ত্তাই হতেন, তবু তাঁকে ক্ষমা করতে পারতুম না।

তথাপি আজ তোমাকে আমি বাঁচাতে পেরেছি, বিপদের নিষ্ঠুর কবল থেকে তুমি যে মুক্তিলাভ করেছ, তার আংশিক উপলক্ষ্য আমি হলেও একমাত্র ভগবানের আশীর্ব্বাদেই তা সম্ভবপর হয়েছে। দিনরাত আমি সেইজন্যেই ভগবানকে ডাকছি, তুমিও ডেকো। জেনো স্বামী-স্ত্রীর মনের ঐকান্তিক কামনা একমাত্র তিনিই পূর্ণ করতে পারেন।

তুমি যে বিপদের হাত থেকে এখনো পূর্ণ মুক্তি পাওনি, একথা বোধ করি না বললেও চলে। অবিশ্যি এর জন্যে দায়ী আমি! পুলিস এখনও তোমাকে সাক্ষী পাঞ্জার মুক্তিদাতা বলে সন্দেহ করে। তবে এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মিথ্যা কখনও সত্য হয় না, একদিন না একদিন তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে এবং বুঝতে পেরে তোমার ওপর সুবিচার করবে, সে দিনের জন্যে

তোমাকে মুখ বুজেই অপেক্ষা করতে হবে। পারবে না তুমি? অন্ততঃ আমার মুখ চেয়ে?

আর তোমাকে বিশেষ কিছু বলবার নেই, শুধু একটা জিনিষ চাওয়া বাকী। আশা করি, চাইলে সেটা দিতে তুমি কুণ্ঠাবোধ করবে না।

চাইতে যদিও আমার মন সরছে না, তবু আমায় চাইতেই হবে, তোমাকে দিতেও হবে সুনিশ্চিত। আমি তোমার কাছে এবার বিদায় চাই। আমাকে তুমি বিদায় দাও প্রিয়তম।

তোমার সান্নিধ্য থেকে আমাকে এবার দূরে যেতেই হবে, না গিয়ে কোন উপায় নেই। তবে তুমি মনে ক'র না যেন, কারও ওপর রাগ করে আমি যাচ্ছি অথবা কেউ আমাকে আদেশ করেছে যেতে, আমি যাচ্ছি স্বেচ্ছায়। যাবার আগে শুধু আমার মনে পড়ছে, বাবার কাছে আমি শপথ করেছিলুম, ভবিষ্যতে কোনদিন তোমার স্বত্ব স্বীকার করব না বা তোমার সঙ্গে কখনো মিলিত হব না। তার পরিবর্তে বাবাও আমার কাছে শপথ করেছিলেন— কি সে শপথ তুমি জান না, তোমাকে জানাবারও উপায় নেই আমার।

যদি জানতে, যদি জানাতে পারতুম, তাহলে বুঝতে [illegible]।

জগতে আমি একমাত্র তোমাকেই ভালবেসেছিলুম, এখনও ভালবাসি, এবং যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন আমার সেই ভালবাসা অমলিন রাখার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটী করব না।

এই কটী কথা তোমাকে লেখার উদ্দেশ্য এই যে, যেখানেই থাকি না কেন, যাই করি না কেন, তোমার আশীর্ব্বাদ যেন দেহরক্ষীরূপে সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, বিপদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করে, দুঃখে সান্ত্বনা দেয়।

সব সময় মনে রেখো, তোমার আমার এই বিচ্ছেদের মূলে আছে মহৎ একটা প্রেরণা, দেশের এবং দশের নিঃস্বার্থ কল্যাণের সম্ভাবনা। দেশের এবং দশের মঙ্গলোদ্দেশ্যে আমরা কি পারি না আমাদের তুচ্ছ সুখ, শান্তি, স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে?

একদিন তুমিই আমাকে এ বাণী শিখিয়েছিলে, আজ নিশ্চয়ই সেটা কার্য্যে পরিণত করার পূর্ব্বে তোমার আশীর্ব্বাদ লাভ করব।

বিদায়, বিদায় প্রিয়তম, বিদায়....

সুনন্দা।

বার বার চিঠিখানা পড়িয়াও বিশু বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, সুনন্দা সত্যই তাকে ছাড়িয়া যাইতেছে। দুঃখে—ক্ষোভে তার সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ব্যবহার করবার জন্য নিয়েছিলুম। আশা করি, আপনি এটাকে চুরি বলে অভিহিত করবেন না। দু'একদিনের ভেতরই আপনার সঙ্গে দেখা করব এবং বুঝিয়ে বলব প্রয়োজনটা আমার কি।

গাড়ীখানা আপনি পাবেন জাহাজ-ঘাটের প্ল্যাট-ফরমের পাশে! আমার এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য মার্জ্জনা না চাইলেও আশা করি,নিজের উদারতায় আপনি আমাকে মার্জ্জনাই করবেন।

আমার নামটাও অন্ততঃ যে আপনার অপরিচিত নয়, সে ভরসা আমার আছে বলেই ভবিষ্যতে আপনার সঙ্গে দেখা করবার স্পর্দ্ধা আমি রাখি। ইতি

বিশু

চিঠিখানি লেখা শেষ করিয়া, একখানা খামের ভিতর ভরিয়া বিনা টিকিটেই সে জাহাজ-ঘাটের পার্শ্বস্থিত ডাক-বাক্সটায় ফেলিয়া দিল।

টিকিট-ঘরের সম্মুখে যখন সে আসিয়া পৌছিল, তখন ভোর হইতে বিলম্ব নাই। ঠিক সময়েই আসিয়াছে সে। আর একটু দেরী হইলেই হয়ত জাহাজটা ছাড়িয়া যাইত।

টিকিট ঘরের গবাক্ষটার সামনে আসিয়া সে বলিল, টিকিট, একখানা টিকিট স্যার....

রাত্রি জাগরণের জন্যই হৌক, অথবা অন্য কোন কারণেই হৌক, টিকিট-মাষ্টারটির মেজাজ বোধ হয় পূর্ব্ব হইতেই বিগড়াইয়া ছিল; শুষ্ক নীরস কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করিলেন, কোথাকার টিকিট?

জাহাজ আপনার যতদূর যাবে।

টিকিট আর দেওয়া হবে না, স্থানাভাব।

স্থানাভাবের কথাটা আপনাকে ভাবতে হবে না, জাহাজের ওপরেই হোক আর নিচেই হোক, আমার একটু ঠাঁই করে নিতে পারব। দয়া করে আপনি টিকিটটা দিন স্যার।

কিন্তু...

বিশু তাড়াতাড়ি পাঁচ টাকার নোট একখানা জানালার ভিতর গলাইয়া দিয়া বলিল, আপনাকে জল খেতে কিছু দিচ্চি স্যার, দয়া করে আপত্তি করবেন না।

কোন্ ক্লাসের টিকিট চান আপনি ?

যে ক্লাসের আছে আপনার। আশা করি স্থানাভাবের মত টিকেটা-ভাবও হবে না।

মাষ্টারটি মুখটা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া বলিলেন,তবে দিন হাজার টাকা ঘুস আর টিকিটের দাম তিনশো ছত্রিশ তেরো আনা। ঘুস দিলেই যদি টিকিট দেওয়া যেতো মশাই, তাহলে আর...

টিকিট দেবেন না আপনি ?

বেশী বিরক্ত করেন ত টিকিটের বদলে যাতে হাতে হাতকড়া পরতে হয়, তার ব্যবস্থা করে দেবো।

ক্ষুদ্র গবাক্ষটী বিশুর মুখের উপরই বন্ধ হইয়া গেল !

বিশু মনে মনে কহিল, আমি আজ পলায়িত আসামী বলেই তুমি অতটা করতে সাহস করলে, নৈলে...

ধীরে ধীরে সে জাহাজ-ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

# উনিশ

মানব-দেহে প্রত্যেক বস্তুরই একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রতুলের ধৈর্য্যও অসীম নয়, তারও পরিমাণ আছে। মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সুজাতার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাই সেও ক্রমে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

রেলিংয়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সুজাতা সেই যে অপলক দৃষ্টিতে দিকে তাকাইয়াছিল, একটু নড়িল না বা একটীবার মুখও তুলিল না—যেন পাথরে গড়া মূর্ত্তি।

শীতের কনকনে বাতাস তার আর্দ্র বস্ত্রের উপর দিয়া হু হু করিয়া বহিয়া যাইতেছিল, তবু ভ্রূক্ষেপ নাই।

রাত হয়ত তখন বড় বেশী বাকী ছিল না, হঠাৎ দেখা গেল পাষাণে যেন প্রাণসঞ্চার হইয়াছে। সুজাতা পথের দিকে অগ্রসর হইতেছে এমনটা আলোক স্তম্ভের পাশ দিয়া যাইতেই—প্রতুলের নজরে পড়িল, মুখখানায় তার নিদারুণ ক্লান্তি ও বেদনার ছায়া সুপরিস্ফুট।

সুজাতা যে কোথায় যাইতেছে, প্রতুল জানিল না, অন্ধের মতই তার অনুসরণ করিতে লাগিল।

বেশীদূর যাইতে হইল না, পথপার্শ্বে একটা হোটেলের ধারে সুজাতা সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল, প্রতুলও দাঁড়াইল।

হোটেলের সম্মুখে মূল্যবান একখানা মোটর দাঁড়াইয়াছিল, প্রতুলের মনে হইল, সুজাতার। তাই যদি সত্য হয়, তা হইলে এটাও নিঃসন্দেহে

কিছু না বুঝিয়া প্রতুল ড্রাইভারকে আদেশ দিল, থামাও গাড়ী।

গাড়ী থামিতেই লোকটী সোল্লাসে বলিয়া উঠিল, এই যে—এসে গেছেন দেখছি। মেয়েটিও গাড়ীতে আছেন ত ?

প্রতুল বুঝিল, লোকটি সুজাতারই সন্ধান করিতেছে। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া কড়া সুরে সে কহিয়া উঠিল, ওহে শোন। কোন ভদ্র মহিলার সম্বন্ধে অপরিচিত লোকদের সঙ্গে এভাবে কথা কইতে তোমায় কে শিখিয়েছে বল ত ?

কথার উত্তর দিবে কি, লোকটি নির্ব্বোধের মত হাঁ করিয়া প্রতুলের দিকে তাকাইয়া রহিল।

প্রতুল পুনরায় কহিল, তুমি কি মনে কর, এভাবে কথা কইলেই মনিবের হুকুম মানা হবে, না এভাবে কাজ করলে তিনি তোমার ওপর সন্তুষ্ট হবেন ?

তত্রাচ লোকটি কোন জবাবই দিল না। নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া এবার সে মাথা নোঙাইল।

আন্দাজে ছোড়া ঢিলটা যথাস্থানেই আঘাত করিয়াছে দেখিয়া প্রতুল মনে মনে খুসী হইয়া পুনরায় বলিল, বেশ, আমি তাহলে জানাইগে, সুন্দরভাবে তুমি তাঁর হুকুম তামিল করছ ?

লোকটি এবার যেন একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। হাত দুটা জোড় করিয়া অনুনয়ের সুরে কহিল, দোহাই আপনার, এবারের মত মাপ করুন। ও কথা বললে তিনি আর আমাকে আস্ত রাখবেন না, এখুনি কুমীর হয়ে গঙ্গার জলের ভেতর টেনে নিয়ে যাবেন····

বেশ, তাহলে তুমি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকো।

লোকটি কাকুতিভরা কণ্ঠে কহিল, শুধু দাঁড়িয়েই থাকব? ওঁকে জাহাজে তুলে দোব না?

তা ত দিতেই হবে, নৈলে দাঁড়িয়ে থাকতে বলছি কেন?

কিন্তু ওদিকে যে 'নটিনী' ছাড়বার সময় হয়ে এল....

সে ভয় যদি থাকে, তাহলে উঠে এস গাড়ীতে।

গাড়ীতে যাব?

হ্যাঁগো, গাড়ীতে আসবে! কথা শুনতে তুমি ত বড় দেরী করো দেখছি!

লোকটি আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। ভিতরে একবার তাকাইয়া লইয়া আমতা আমতা করিয়া বলিল, ওঁকে ত কই দেখছি না? আসবার কথা ছিল যে ঠিকই।

প্রতুল গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, আসছেন তিনি ঠিকই, তবে এ গাড়ীতে নয়, আমাদের পিছনে। সমস্ত কথা এবার খুলে বল দিকিন তুমি।

লোকটি থতমত খাইয়া বলিল, কি বলব?

বলবে তোমার কথা, তোমার মণিবটির কথা।

তাহলে কি আপনি....

তাকে আর বলিতে না দিয়া প্রতুলই বলিয়া উঠিল, না, না, আমি তোমার মনিবের দলের কেউ নই। আমি ..আমি....চেনো না আমাকে?

আজ্ঞে...ঠিক....

আমি প্রতুল লাহিড়ী।

লোকটি হতাশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, মনিব আমার জলের কুমীর, আর আপনি ডাঙ্গার বাঘ!

কাপ্তেন তার দিকে মুখ তুলিয়া তাকাইতেই কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া সে সুরু করিল, আপনার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় না থাকলেও, আশা করি, নাম বললে নিশ্চয়ই আমাকে আপনি চিনতে পারবেন। আমার নাম বিশু—বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—'বিশ্বদূত' পত্রিকার একজন প্রধান সাংবাদিক আমি, আর সুবিখ্যাত গোয়েন্দা প্রতুল লাহিড়ীর ছোট ভাই এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। বর্ত্তমানে সাঙ্কো পাঞ্জাকে মুক্তি দেওয়ার অপরাধে আমার নামে ওয়ারী পরোয়ানা বেরিয়েছে। পুলিস-কর্ম্মচারীরা এ বিষয়ে মস্ত বড় একটা ভুল যে করেছেন, জানতে বোধ হয় আপনার বাকি নেই? সেই জন্যে আত্মরক্ষা করার অভিপ্রায়ে এবং আরো একটা বিশেষ প্রয়োজনে (প্রয়োজনটার কথা এখনিই বলছি) আপনার জাহাজে আমি আশ্রয় গ্রহণ করেছি। সময় অভাবে টিকিটও কাটাতে পারিনি, অবিশ্যি তার টাকাটা আমার কাছেই আছে। এখন প্রয়োজনটার কথা বলি।

সত্য মিথ্যায় জড়াইয়া আদ্যোপান্ত ঘটনাটা কাপ্তেনের নিকট বিবৃত করিয়া অবশেষে বিশু কহিল, সুনন্দা নামে যে মহিলাটীর কথা এইমাত্র আপনাকে বললুম, বিশেষ কোন প্রয়োজনে তিনি এই জাহাজেরই যাত্রী। তাঁরই সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই। কিন্তু সে পথে বাধা অনেক। "প্রথমতঃ পুলিস, দ্বিতীয়তঃ জাহাজের আইন কানুন তবে আপনার সাহায্য পেলে কিছুই যে আমার আটকাবে না, তা আমি জানি। বলিয়াই বিশু একবার তার শ্রোতাটীর দিকে করুণ নেত্রে তাকাইল।

কথাগুলা যে কাপ্তেনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, প্রথম দর্শনেই বিশু তা বুঝতে পারিল এবং বুঝিতে পারিয়াই সে পুনরায় কহিল.

খবরের [illegible]ল, তারই একটা তুলিয়া লইয়া পড়িবার অছিলা[illegible] মেলিয়া ধরিল।

খ[illegible]ালে থাকিয়া দৃষ্টিটা তার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়া[illegible]

ঘরের এক[illegible]তে বসিয়া যে লোকটী সন্দিগ্ধ নয়নে বিশুর এই কার্য্য-কলাপ নিরীক্ষণ করিতেছিল. তার দিকে নজর পড়িতেই মনে হইল, হয় সে জাহাজেরই কোন কর্ম্মচারী, কাপ্তেনের নির্দ্দেশানুযায়ী তার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছে।

সেদিক হইতে চোখ ফিরাইয়া লইতেই বিশুর নজরে পড়িল, তারই মত খবরের কাগজ একখানা হাতে লইয়া অদূরের ওই টেবিলটার ধারে বসিয়া আছে সুনন্দা। সেও এতক্ষণ বিস্ময়ভরা চোখে বিশুর দিকেই তাকাইয়াছিল।

চারি চোখের মিলন হইতেই সুনন্দা এমনিই ভাবে চমকিয়া উঠিল যে, বিশুর দৃষ্টিতে তা এড়াইল না।

সুনন্দা যে তাকে চিনিতে পারিয়াছে, এ বিষয়ে বিশুর আর লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না। কাগজখানায় চোখ বুলাইতে বুলাইতে অধীর আগ্রহে সে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, সুনন্দা কখন বাহির হইবে।

কয়েক মুহূর্ত্ত—তারপরই কাগজখানা টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া সুনন্দা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিশুর সহিত আবার তার দৃষ্টি বিনিময় হইল।

বিশু সে দৃষ্টির অর্থ করিল, ইঙ্গিতে সুনন্দা তাকে আহ্বান করিতেছে।

বলিনি বলে মাপ করবেন বিশুবাবু! বসুন। আমার ব্যক্তব্যটা খুবই সংক্ষিপ্ত। আপনার একান্ত পরিচিত সেই প্রাণীটীর অনুরোধ····

কে সে? সুনন্দা? বিশুর কণ্ঠস্বর শুষ্ক।

সে কথার কোন জবাব না দিয়া কপিঞ্জল তাঁর পূর্ব্ব কথারই জের টানিয়া বলিল, তাঁর অনুরোধ, তিনি যে এই জাহাজে আছেন, ভুলে যান আপনি। আপনার জীবন যাতে বিপন্ন না হয়, সেজন্যে তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা, এমন ছদ্মবেশ ধারণ করুন আপনি, যাতে তিনিও যেন আপনাকে চিনতে না পারেন।

বিশু ক্রোধ-অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, যার কথা, আমি শুনতে চাই তারই মুখে।

কপিঞ্জল শান্ত মুখেই বলিল, কিন্তু তিনি ত আপনার সঙ্গে···

দেখা করবেন না, কেমন, এই ত? হঠাৎ পকেট হইতে পিস্তলটা বাহির করিয়া লইয়া কপিঞ্জলের ললাট-লক্ষে উদ্যত করিয়া বিশু বলিল, এই মুহূর্ত্তে যদি আপনি সুনন্দার সঙ্গে দেখা করবার পথ বলে না দেন, গুলি করতে বাধ্য হব আমি।

কপিঞ্জল নির্ব্বিকার মুখেই কহিল, অসম্ভব।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বিশু বলিয়া উঠিল, আপনার পক্ষে যেটা অসম্ভব, আমি তা এখনি সম্ভব করে নোব!

আমি শপথ করে বলছি····

আপনার শপথে আমি বিশ্বাস করি না।

কিন্তু····

দাঁড়ান, আমার কথাটা আগে শেষ করে নিই। জানি না কে আপনি,

আর কি-ই বা আপনার কাজ। কিন্তু আমি আপনাকে স্পষ্টই জানিয়ে দিচ্চি, স্থনন্দার সঙ্গে আমি দেখা করবই।

কপিঞ্জল দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, পারবেন না।

বিশু প্রতিবাদ করিয়া কহিল, পারব না? পারব না বলে কোন কথা....

তাকে শেষ করিতে না দিয়াই কপিঞ্জল কহিয়া উঠিল, পারলেও আমি হ'তে দেবো না।

বিশু হাসিয়া উঠিল। কহিল, আপনি হতে দেবেন না। আপনি তখন থাকবেন কোথায় শুনি?

আপনি কি আমাকে হত্যা করবেন?

না, গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে সম্প্রতি হত্যাকারীর কাজটা বেছে নেবার আগ্রহ আমার নেই। আমি আপনাকে ওই সিন্দুকটার ভিতর আবদ্ধ ক'রে রাখব—চাবি বন্ধ করে।

সাহায্যের জন্য আমি চীৎকার করব।

বিদ্রূপ-তরল কণ্ঠে বিশু বলিয়া উঠিল, অত সহজেই! আপনি কি মনে করেছেন, সে পথ বন্ধ না করে সিন্দুকের ভেতর আপনাকে আটকে রাখব?

কপিঞ্জলের মুখে ফুটিয়া উঠিল কঠিন একটা হাসির রেখা, বিশু তা লক্ষ্য করিল না। পিস্তলটা উদ্যত রাখিয়াই সে আদেশের সুরে কহিল, যান—সিন্দুকের ভেতর যান আপনি....

সশস্ত্র বিশুর আদেশ পালন ছাড়া নিরস্ত্র কপিঞ্জলের কোন উপায়ই

হইল না। সকলেই আশ্চর্য্য হইল এই ভাবিয়া, যাদের বিপদের আভাস পাইয়া 'ঊর্ম্মি' ছুটিয়া আসিয়াছে, তারা নিজেরাই জানে না তাদের বিপদের পরিমাণ কি এবং কতটুকু!

ঊর্ম্মির অরোহীদের বিস্মিত দৃষ্টির মাঝেই দেখা গেল, নটিনীতে একটী পতাকা উত্তোলিত হইতেছে। পতাকার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই যারা তার অর্থ বুঝিতে পারিল, তারা প্রাণভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল; যারা বুঝিল না, সহসা এই আর্ত্তনাদের কারণ বুঝিতে না পারিয়া ভয়পাংশু মুখে পাথরের মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত পতাকাটীর উপর একটী নরকঙ্কাল অঙ্কিত দেখিয়াই বিশু বুঝিতে পারিল, ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, মৃত্যু অর্থাৎ যাদের জন্য এই পতাকা উত্তোলিত হইতেছে, তাদের সকলেই অবিলম্বে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইবে।

ঊর্ম্মির যাত্রীর সকলেই সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, জলদস্যু! জলদস্যু!

সহসা তাদের আর্ত্তকণ্ঠ ছাপাইয়া কয়েকটা পিস্তল একসঙ্গে গর্জ্জিয়া উঠিল, গুড়ুম—গুড়ুম....

ডেকের জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। যারা অতিমাত্রায় সাহসী, তারা শুধু দাঁড়াইয়া রহিল পরবর্ত্তী ঘটনার প্রতীক্ষায়।

নটিনীর ছাদের দিকে তাকাইতেই বিস্ময়ে—আতঙ্কে বিশুর বুকের রক্ত চমক খাইয়া উঠিল। সেখানে দাঁড়াইয়াছিল আপাদমস্তক কৃষ্ণ বস্ত্রে আবরিত একটি প্রাণী...কৃষ্ণবস্ত্রাচ্ছাদিত সাঙ্কো পাঞ্জার এই মূর্ত্তি বিশুর অপরিচিত নয়।

কি অপূর্ব্ব নিপুণতার সহিত কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া সাঙ্কো পাঞ্জা তার কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইতে চায়—ভাবিয়া বিশু অবাক হইয়া গেল। বেতারে উর্ম্মিকে এরূপভাবে সঙ্কেত করিয়াছিল সে, সন্দেহ সংশয়ের কথা দূরে থাক্, এমন কেহ নাই যে তার বিপদে সাহায্য করিতে ছুটিয়া আসিবে না।

একমাত্র সাঙ্কো পাঞ্জা ছাড়া এরূপ চাতুর্য্য—কেহ কোনদিন কল্পনায় আনিতে পারে না। হয়ত আর কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে উর্ম্মির ধন-রত্ন অপহরণ করিয়া তার আরোহীদের হত্যা করিবে, অথবা জাহাজটা জলমগ্ন করিয়া দিয়া বিজয় গর্ব্বে স্বস্থানে ফিরিয়া যাইবে।

জাহাজের ছাদের উপরেই দাঁড়াইয়া সাঙ্কো পাঞ্জা উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, উর্ম্মির আরোহী যারা, নিরস্ত্র হয়ে সকলেই ওপরের ডেকে এসে দাঁড়াও। আমার আদেশ যদি কেউ অমান্য করে, তার শাস্তি মৃত্যু। জাহাজের কর্ম্মচারী যারা, তারাও সকলে দাঁড়াও এক জায়গায়। জলে আমি নৌকো ভাসাচ্ছি, যারা বাঁচতে চাও, শীগ্‌গির এসে ওঠো। এর পর কারো জীবনের জন্যে আর আমি দায়ী নই।

সাঙ্কো পাঞ্জার আদেশ-বাণী প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের ভিতর হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। সকলেই চায় সর্ব্বাগ্রে নৌকায় উঠিয়া প্রাণ বাঁচাইতে।

বিশুর মনে সুনন্দার কথা আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল। কোথায় সে? কি অবস্থায় আছে? যে কোন প্রকারেই হৌক্, খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে তাকে। প্রতি মুহূর্ত্তেই যে তার জীবনসংশয়,

বুঝিতে বিশুর বাকী ছিল না। লুণ্ঠনকারীদের সকলেই ত খাঁর সুনন্দাকে সাঙ্কো পাঞ্জার কন্যা বলিয়া চেনে না?

কোন দিকে আর না তাকাইয়া, কারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া দ্রুতপদেই বিশু সুনন্দার কেবিনটার সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল। মনে মনে সে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিল, এবার যদি কপিঞ্জলের নিকট হইতে সুনন্দার সন্ধান না পায়, তাহইলে সে তাকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না।

দরজাটা ভেজানো ছিল, ঠেলিয়া বিশু ভিতরে প্রবেশ করিতেই কে বলিয়া উঠিল, এসো, তোমার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছি।

কণ্ঠস্বর সুনন্দার।

অধীর উত্তেজনায় বিশু চীৎকার করিয়া উঠিল, সুনন্দা!

তার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে সুনন্দা কম্পিত কণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ, আমি। যা ভয় করেছিলুম, তাই ঘটতে চলেছে। গণ্ড দিয়া তার ফোঁটা ফোঁটা করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

বিশু সেদিকে লক্ষ্য করিল না। নিজের খেয়ালেই বলিয়া চলিল, আর কোন কথা বলবার আগে, আমাকে শুধু বল সুনন্দা, কেন তুমি এই জাহাজে উঠেছ? অমূল্য তোমার এই জীবন—কি জন্যে তুমি নষ্ট করতে বসেছ? পারবে তুমি সাঙ্কো পাঞ্জার সঙ্গে সংগ্রাম করতে?

অশ্রু-অবরুদ্ধ কণ্ঠে সুনন্দা জবাব দিল, আমি এই জাহাজে উঠেছি, যদি পারি প্রাণ দিয়ে এর আরোহীদের বাঁচাতে।

বিশু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। বলিল, কিন্তু কতটুকু শক্তি

ছায়া আমাকে কঠিন শাস্তি দিল না, তিন সপ্তাহের সময় দিয়ে বলল, যদি তার মধ্যে আমি সেই অপহৃত ধনরত্ন তাদের উদ্ধার করে দিতে না পারি, তাহলে—তাহলে····

তাকে শেষ করিতে না দিয়া বিশু কহিয়া উঠিল, ও বিপদের মধ্যে কেন তুমি মাথা গলাতে গেলে, সুনন্দা ?

কেন ? কর্ত্তব্যের আহ্বানে। কিন্তু এখন যাক্ ওসব কথা। যা বলবার আছে তোমাকে, শেষ করে নিই। সাঙ্কো পাঞ্জা এবং তাঁর অনুচরদের ঘৃণিত প্রবৃত্তির সামনে আমি মাথা পেতে দিয়েছি কেন জানো ? অন্ততঃ তিন সপ্তাহ তারা ধনরত্ন পুনরুদ্ধারের জন্যে অপেক্ষা করবে, তারপর করবে কপিঞ্জলের। কিন্তু কপিঞ্জলকে পাবে কোথায় ?

তোমার কার্য্যপ্রণালী দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্চি সুনন্দা। কার উপদেশে সাঙ্কো পাঞ্জার অনুচরদের কাছেও নিজেকে ঘৃণিত করে তুললে তুমি ?

নিজের বিবেকের চেয়ে বড় উপদেষ্টা আর কেউ নেই। সেই বিবেকই আমাকে একাজ করতে আদেশ দিয়েছে। তারপর শোন, যখন আমি ঊর্ম্মির ডাকাতির কথা জানতে পারলুম, তখনই বেরিয়ে পড়লুম—যদি পারি, সাঙ্কো পাঞ্জার এ অভিসন্ধি ব্যর্থ করতে। কিন্তু তুমি কি করে সন্ধান পেলে আমার ?

ঊর্ম্মির কথা আমি জানতুম। জানতুম অগাধ ধনৈশ্বর্য্য নিয়ে সাগরে সে পাড়ি দিচ্ছে। ভাবলুম হয়ত সাঙ্কো পাঞ্জা এই ধনরত্নেরই লোভে····

ঠিকই ভেবেছিলে তুমি। কিন্তু আমি যখন তোমায় দেখতে পেলুম ডেকের ওপর, প্রাণটা আমার সেই মুহূর্ত্তেই উড়ে গেছল! জানিত,

প্রতুলবাবুকে আর তোমাকে বাবা কি ঘৃণাই না করেন। ঘুণাক্ষরেও যদি তিনি জানতে পারেন, এ জাহাজে তুমি আর····

ডুবিয়ে মারবেন, কেমন, এই ত?

কিন্তু যে কোন রকমেই হোক্, আমাদের বাঁচাতে হবে।

আমাদের মানে? আমাদের দু'জনের?

না, এ জাহাজের সমস্ত যাত্রীর।

কিন্তু সেটা কি সম্ভব হবে সুনন্দা?

কেন সম্ভব হবে না? ইচ্ছাশক্তি যাঁদের প্রবল, কাজ করবার জন্যে যারা দৃঢ়সংকল্প, তাদের কাছে কিছু যে অসম্ভব নয়, তোমার মুখেই ত বহুবার শুনেছি।

অপূর্ব্ব একটা দীপ্তিতে সুনন্দার মুখ ভরিয়া উঠিল।

সে যে তারই কথা দিয়া তাকে বাঁধিতেছে, বুঝিতে বিশুর বাকী রহিল না। উৎসাহ-প্রদীপ্ত মুখে তাই সে বলিয়া উঠিল, বেশ, তা হলে বল কার্য্যপন্থা তুমি কি স্থির করেছ?

সুনন্দার স্বরে প্রকাশ পাইল গর্ব্ব এবং আনন্দ। বলিল, নটিনীর নাড়ী-নক্ষত্রের খবর আমি জানি। তার একটা কামরায় খুব শক্তিশালী বেতার যন্ত্রের ব্যবস্থা আছে। তা দিয়ে আমরা সমুদ্রগামী কোন সরকারী জাহাজে খবর পাঠাব...

কি খবর পাঠাবে?

তাঁদের সাহায্য চাইব। সাঙ্কো পাঞ্জা নটিনী জাহাজে আছে এবং সে উর্ম্মি লুঠ করতে চায় শুনলে নিশ্চয়ই তাঁরা আমাদের সহায়তা করতে ছুটে আসবেন। তার আগে কেবল আমাদের····

বিশুর দৃষ্টি তখন মেঝের উপর ন্যস্ত। গভীর চিন্তায় সে মগ্ন। প্রথম দিকে সুনন্দার সহিত তার মতের কোন অনৈক্য নাই, কিন্তু শেষ দিক-টায়? তাতে কি রাজী হওয়া উচিত তার? সিন্দুকের ভিতর আবদ্ধ হইয়াই হৌক, অথবা যে-কোন প্রকারেই হৌক, নটিনীতে আরোহন করিয়া সরকারী কোন জাহাজে বেতারে সংবাদ প্রেরণ—এতে সে সর্ব্বান্তঃ করণেই সম্মত, কিন্তু সুনন্দার দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুযায়ী তাদের মিথ্যা সংবাদ দিয়া সাঙ্কো পাঞ্জাকে পুলিশের হাত হইতে রক্ষা করা কি কর্ত্তব্য তার?

বিশুর মনের কথা সুনন্দার কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। বলিল, শুধু এই বারটীর জন্যে বাবার জীবন তোমার কাছে আমি ভিক্ষা চাইছি। আমার এই দুঃসাহসিকতার বিনিময়ে এই ভিক্ষাটুকুও দেবে না আমাকে?

তার কণ্ঠস্বর, বলার ভঙ্গী বিশুকে বিচলিত করিয়া তুলিল। ভারী গলায় সে বলিয়া উঠিল, দোব, নিশ্চয়ই দোব সুনন্দা, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য...

কথাটা তার আর শেষ হইল না; সহসা বাহির হইতে শোনা গেল কতগুলা উত্তেজিত পদশব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে বীভৎস উন্মত্ত চীৎকার...

উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে সুজাতা বলিয়া উঠিল, ওই—ওই তারা এসেছে, আর সময় নেই, তুমি এসো শিগগির....

সাঙ্কো পাঞ্জার অনুচরেরা সত্যই যে ঊর্ম্মির উপর আসিয়া পড়িয়াছে, বিশু নিঃসংশয়েই বুঝিতে পারিল; সিন্দুকটার দিকে যাইতে যাইতে কহিল, ভেতরে তো ঢুকব, কিন্তু বেরোব কি করে তার উপায়টা ত বলে দিলে না?

লোকটি বলিল, না, না, তা নয়, আপনি এখানে এলেন কি করে?

সে কথা পরে বলব, আপাততঃ দু'জন লোক চাই আমি।

কেন?

কপিঞ্জল যে ক্রুদ্ধ হইয়াছে, কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল। কহিল, দু'জন লোক চাইছি, তারও কৈফিয়ৎ দিতে হবে?

কিন্তু আপনার আদেশ করবার কোন ক্ষমতা আছে কি?

কেন?

বিশ্বাসঘাতক আপনি—চুরির ধনে বাটপাড়ি করেছেন।

সুনন্দা বিশ্বাসঘাতক! বিশুর সর্ব্বাঙ্গে একটা শিহরণ বহিয়া গেল। যদি তারা এই মুহূর্ত্তে বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করে? পকেট হইতে পিস্তলটা বাহির করিয়া বিশু দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল।

সুনন্দা কহিল, বেশ, তাহলে আমাকে নিয়ে তোমরা যা ইচ্ছে করতে পার। কিন্তু তার আগে শোন, তোমাদের সঙ্গে আর তোমাদের মনিবের সঙ্গে কি সর্ত্ত আমার হয়েছিল। তিনি যদি শোনেন, অপহৃত ধনরত্ন উদ্ধার করা সত্ত্বেও কেবল দু'জন লোকের অভাবে তা নটিনী[illegible]লো হয় নি, তখন তিনি কি ব্যবস্থা করবেন তোমাদের, তাও এর পরে ভেবে দেখতে পার!

অপহৃত ধনরত্ন উদ্ধারের কথা শুনিয়া অনুচরদের আনন্দ, উৎসাহ এবং কৃতজ্ঞতার আর অন্ত রহিল না।

একজন বলিল, না, না, সত্যিই কি আপনার আদেশ অমান্য করতে পারি আমরা? ও একটু পরক্ করে দেখছিলুম।

আর একজন বলিল, বলুন কি আদেশ, প্রাণ যায়, তাও স্বীকার, আমরা এক্ষুনি পালন করব।

কপিঞ্জল কহিল, আমি তোমাদের মঙ্গলেচ্ছাই করি····

বাধা দিয়া পূর্ব্বোক্ত অনুচরটি বলিয়া উঠিল, যেতে দিন, যেতে দিন, ও কথা তুলে আর আমাদের লজ্জা দেবেন না। আসল কথাটা কি জানেন? দশ পনেরো মিনিটের ভেতর জাহাজের কাজ আমাদের সেরে নিতে হবে, সাঙ্কো পাঞ্জার আদেশ। কাজেই····বলুন, কি করতে হবে আপনার।

সিন্দুকটার দিকে হস্তনির্দ্দেশ করিয়া কপিঞ্জল কহিল, নটিনীতে তুলতে হবে ওটাকে।

অপহৃত ধনরত্ন ওই সিন্দুকটার ভিতর আছে কল্পনা করিয়া লোকটী একগাল হাসিয়া কহিল, এক্ষুনি, এক্ষুনি—এর জন্যে আবার ভাবনা? কিন্তু আপনিও কি যাবেন এর সঙ্গে? না আমাদের সাহায্য করবেন একটু? বুঝতেই ত পারছেন, এত বড় জাহাজ—কোথায় কি আছে খুঁজে বার করা ত আর সহজ নয়?

তা ত নয়ই। চল, আমিও তোমাদের সাহায্য করছি। কপিঞ্জল তাদের সহিত অগ্রসর হইল।

রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, শিরায় শিরায় রক্তস্রোত দ্রুততর গতিতে বহিয়া গেল।

কোথা হইতেই বোধ হয় কেহ উত্তর দিল, কপিঞ্জল।

কপিঞ্জল! অসহ্য বিস্ময়ে সাঙ্কো পাঞ্জা বলিয়া উঠিল, কপিঞ্জলকে তোমরা সঙ্গে নিয়ে আসছ কেন?

আমরা আনিনি, স্বেচ্ছায় আসছে ও।

সাঙ্কো পাঞ্জার কথার সুরে যেন কালবৈশাখীর বজ্র গর্জ্জন করিয়া উঠিল, স্বেচ্ছায় আসছে? কিন্তু আমার কি আদেশ ছিল?

উত্তরের প্রত্যাশায় মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া সাঙ্কো পাঞ্জা পুনরায় কহিল, আমার জাহাজে স্থান হবে না ওর। জলে ফেলে দাও, জলে ফেলে দাও....

কথাগুলা প্রচণ্ড বেগে গিয়া বিশুকে আঘাত করিল। মুখে তার ফুটিয়া উঠিল ঘৃণা, ক্রোধ ও হতাশার এক মিলিত অভিব্যক্তি। কিন্তু কিছুই করিবার উপায় ছিল না তার।

এবার কথা কহিল কপিঞ্জল। সাঙ্কো পাঞ্জার কথার উত্তরে সে বলিয়া উঠিল, 'জলে ফেলে দিতে চাও আমাকে? আমার জীবন কি এতই তুচ্ছ? কোন দাম নেই এর?

কথাশেষের সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল, গর্ব্বিত পদশব্দ। কপিঞ্জল সাঙ্কো পাঞ্জার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াল।

তার মুখে চোখে সাঙ্কো পাঞ্জার মনে হইল, তার সর্ব্বাঙ্গে নির্ভীকতার একটা উগ্রতা ক্ষুরের ধারে নিষ্ঠুর হাসির মতই যেন বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে।

কপিঞ্জল শিশুর মতই হাসিয়া উঠিয়া কহিল, তা যদি শোন সাঙ্কো পাঞ্জা, তাহলে এমন অনেক গল্পই তোমার কাছে করতে পারি, যা শুনে আনন্দই পাবে তুমি।

বিশু অবাক্ হইয়া গেল। সাঙ্কো পাঞ্জার প্রকৃতি তার অজ্ঞাত নয়। দুর্দ্দমনীয় প্রভুত্বের অহঙ্কারে পরিপূর্ণ সে, কেহ কোন প্রতিবাদ করিলে বা কোন কাজে বাধা পাইলে পশুর মতই হিংস্র হইয়া উঠে। কিন্তু আজ? কণ্ঠে তার এতটুকু উষ্মা না ....

চিন্তাসূত্র তার ছিন্ন হইল সাঙ্কো পাঞ্জার কথায়। কপিঞ্জলকে সে বলিল, আচ্ছা, আজকের মত কোন কাজেই আমি বাধা দেবো না তোমাকে।

কপিঞ্জলেরই আদেশে সিন্দুকটা নৌকা হইতে জাহাজে তোলা হইল।

সাঙ্কো পাঞ্জা পুনরায় কহিল, আশা করি, এবার তুমি নিশ্চিন্ত হয়েছ. কপিঞ্জল? সিন্দুকটা তোমার সম্পূর্ণ নিরাপদ;

কপিঞ্জল বলিল, হ্যাঁ, আর আমার কিছু বলবার নেই।

তাহলে এবার তুমি কেবিনে আসিতে পার।

না।

এখনও যেতে অস্বীকার করছ কেন?

আমার বলার আগেই সেটা তোমার বোঝা উচিত ছিল, সাঙ্কো

আমার কি উচিত অনুচিত, তুমি আমাকে শেখাতে এস না কপিঞ্জল! তোমার কথা, তোমার হাবভাব আজ আমার মনে সন্দেহই জাগাচ্চে!

আর সুনন্দা? বুদ্ধিমতী সে, সাঙ্কো পাঞ্জার মনের কথা বুঝিতে পারিয়াই হয়ত তাকে এড়াইতে চাহিতেছে। কিন্তু..

বিশুর বুকের ভিতর রক্তস্রোত উত্তাল হইয়া উঠিল। অভিযোগ যদি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়? সুনন্দা নিশ্চয়ই আত্মপরিচয় দিয়া প্রাণ ভিক্ষা করিবে না, আর নির্ম্মম দস্যু সাঙ্কো পাঞ্জাও কন্যা বলিয়া তাকে এতটুকু করুণা দেখাইবে না।

দুর্ভাগিনী সুনন্দার ভাগ্যের ছবিটা বিশুর মনশ্চক্ষুর সম্মুখে যেন অতি করুণভাবেই ভাসিয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত চিন্তা আসিয়া আবার তার মন অধিকার করিল। সাঙ্কো পাঞ্জা সত্যই যদি সুনন্দাকে চিনিতে পারিয়া থাকে, তা হইলে সুনন্দার মুখে যতটুকু সে শুনিয়াছে এবং সাঙ্কো পাঞ্জার ব্যবহারে যতদূর মনে হয়, তাকে সে প্রাণের মতই ভালবাসে। সে ভালবাসা উপেক্ষা করিয়া সাঙ্কো পাঞ্জা কি তার মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ করিতে পারিবে?

বিশুর মাথার ভিতর যেন সব গোলমাল হইয়া যাইতেছিল। সে শুধু একটা দিকই বা ভাবিতেছে কেন? সাঙ্কো পাঞ্জা যদি সুনন্দাকে না চিনিয়া থাকে? তা হইলে কর্ত্তব্য কি তার?

প্রথমতঃ সিন্দুক হইতে মুক্তিলাভ। সেটা সহজসাধ্য, সুতরাং তা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়তঃ সুনন্দাকে সঙ্গে লইয়া বেতার-ঘরে প্রবেশ। আপাততঃ সেটা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। নিশ্চয়ই সুনন্দার উপর কড়া পাহারার বন্দোবস্ত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ উর্ম্মিকে সাঙ্কো পাঞ্জার কবল হইতে মুক্ত করা; তাতেও সম্প্রতি বাধা-বিপত্তি অনেক। মোটের উপর দাঁড়াইল এই—যে কার্য্যতালিকা

ঠিক এমনি সময় বিশু বুঝতে পারিল, তার সিন্দুকের উপর উপবিষ্ট প্রাণীটী হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে পথ দিয়া এবার চল্লিল সে, গর্ত্ত হইতে দেখা যায়। বিশু লক্ষ্য করিল, কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই লোকটী জাহাজের উপর পতিত কতগুলা পার্শ্বেলের সামনে থমকিয়া দাঁড়াইল। তারপরই সজোর একটা পদাঘাত—পার্শ্বেলের এক পাশ খসিয়া পড়িতেই সেতার ভিতরের জিনিষগুলার একটা ধারণা করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইল।

এই উপযুক্ত অবসর। বিশু পিস্তলটাকে গর্ত্তের নিকট ধরিয়া তার আয়তন সম্বন্ধে একটা অনুমান করিয়া লইল। গর্ত্তটা ছোটই হইয়াছে, বিশু আবার তার ভিতরে ছুরি ঘুরাইতে লাগিল।

গর্ত্তটা আরও বড় হইলে বিশু দেখিতে পাইত, হাত কয়েক দূরে আরও একজন আরোহী তারই মত নিবিষ্ট চিত্তে পিস্তলটা পরীক্ষা করিতেছে।

চমৎকার! আরোহীদের অস্ফুট কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, যদিও পকেটে করে নিয়ে যাবার পক্ষে একটু বড় এটা, তাহলেও আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রধান সহায়ক। দশটা গুলি ধরতে পারে এতে, কাজেই যে ক'টা আমার দরকার, তার চেয়ে বেশীই ধরে। এদের সবগুলোকে ব্যবহার করবার মত সময় এবং সুবিধে হয় ত পাব না আমি.... আচ্ছা, দেখাই যাক না গুণে—মোট ক'টা আমার দরকার?

প্রথম গুলিটা সাঙ্কো পাঞ্জার জন্যে। জীবিত অবস্থায় ধরতে পারলে প্রতিশোধটা নেওয়া হতো ভালই, কিন্তু তার ত কোন উপায় দেখছি না। কাজেই প্রথম গুলিটাতে হত্যা করতে হবে তাকেই!... করলেই বা

হত্যা ? দেশ বাঁচবে তার নির্মমতার হাত থেকে, আমরা বাঁচব মুক্তির শ্বাস ফেলে।

দ্বিতীয় গুলিটা নিক্ষেপ করা যাবে কপিঞ্জলের ওপর। সাঙ্কো পাঞ্জার সঙ্গেও যে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, নিশ্চয়ই সে সাধারণ শ্রেণীভুক্ত নয়।

তৃতীয় গুলিটা দাবী করতে পারে একমাত্র উল্লাস। সর্পের মত ক্রুর সে, হিংস্র পশুর মতই ভয়ঙ্কর। সাঙ্কো পাঞ্জার প্রতিটী কাজেই সে তার পরম সহায়।

চতুর্থটা ? এটা বিঁধবে গিয়ে শ্যাম সর্দ্দারের বুকে ! শুনেছি গুলি ছোড়ায় সে সিদ্ধহস্ত। দেখতে হবে আমার গুলিও যেন কোনরকমে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়।

পঞ্চমটা ? এটা—এটা কার প্রাপ্য ? ..

এইরূপে প্রতিটী গুলিই কার উপর নিক্ষিপ্ত হইবে, স্থির করিয়া আরোহীটি পরম নিশ্চিন্ত মনে পিস্তলটা পকেটের ভিতর কোনমতে লুকাইয়া রাখিল।

সত্যই বিশুর বিস্ময়ের আর অন্ত থাকিত না যদি সে জানিত, আরোহীটী আর কেহই নয়—স্বয়ং প্রতুল লাহিড়ী।

ক্ষুধায় শরীরটা তার ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। সামনের একটা হোটেলে ঢুকিয়া, কিছু খাইয়া লইয়া নটিনীতে সে উঠিয়া বসিল। ননী-গোপালের ছদ্মবেশে কোন অসুবিধাই ভোগ করিতে হইল না তাকে।

কিছুক্ষণ পরে সুজাতাও আসিয়া নটিনীতে উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে একটা উদ্দীপনা দেখা গেল। এবার বোধ করি জাহাজ ছাড়িবে। কর্ম্মচারীগুলা যে তাদের এই সম্মানীয় যাত্রীটীর জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিল, বুঝিতে প্রতুলের বাকী রহিল না।

কিন্তু সাঙ্কো পাঞ্জা কোথায়? এদিক-ওদিক অনুসন্ধান করিতে করিতে প্রতুল ডেকের উপর অগ্রসর হইতে লাগিল।

অনতিদূরেই সুজাতার কেবিন। মুখ তুলিয়া সেদিকে তাকাইতেই প্রতুলের উদ্যত চরণ অকস্মাৎ অচল হইয়া গেল। কেবিনের দ্বার-সম্মুখে দাঁড়াইয়া সুজাতা প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত জাহাজের ক্যাপ্টেনের সহিত কথা কহিতেছে।

কিন্তু কে এই ক্যাপ্টেন? অভিনব ছদ্মবেশ হইলেও সাঙ্কো পাঞ্জাকে চিনিতে প্রতুলের কোন কষ্টই হইল না।

যথা সময়েই জাহাজ ছাড়িয়া দিল। সারাদিন আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনাই ঘটে নাই। তারপর নিশীথ রাত্রে এই নটিনী আক্রমণ।

প্রতুল স্বচক্ষেই দেখিল, সাঙ্কো পাঞ্জার এই অমানুষিক অত্যাচার। তার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তাই সে স্থির করিল, প্রথম গুলিটাতেই সাঙ্কো পাঞ্জাকে হত্যা করিয়া দেশকে তার অত্যাচারের কবল হইতে মুক্ত করিবে।

কিন্তু পকেটের ভিতর পিস্তলটা রাখিয়াই সে তার মত পরিবর্ত্তন

আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি পকেট হইতে 'ওয়্যারলেস'টা বাহির করিয়া কি করিল সে-ই জানে। মনে মনে কহিল, 'জলবালা' এসে পৌঁছতে ঘণ্টাখানেকও লাগবে না, কাজেই উর্ম্মির ব্যবস্থা আনন্দ-বাবুই করতে পারবেন, কিন্তু সাঙ্কো পাঞ্জার····

চিন্তাসূত্র তার ছিন্ন হইল সাঙ্কো পাঞ্জার কণ্ঠস্বরে। পুনরায় সে কহিয়া উঠিল, যে ধনরত্ন আমরা লুণ্ঠন করেছি, এতে সবারই সমান অধিকার। আমার ইচ্ছে, এগুলো আমরা এখনই সমান ভাগে ভাগ করে নিই।

অনুচরেরা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, এখন কেন সর্দ্দার?

সাঙ্কো পাঞ্জা ইঙ্গিতে তাদের চুপ করিতে বলিয়া কহিল, আগে বক্তব্যটা আমার শেষ করতে দাও, তারপর প্রতিবাদ কর তোমরা। লুণ্ঠনের সঙ্গে সঙ্গে কোন দিনই কি আমি তোমাদের কাছে এরকম প্রস্তাব উত্থাপন করেছি? কোনদিনই না। কিন্তু আজ করছি কেন জান? সমুদ্রে সরকারী জাহাজের অভাব নেই। কোন রকমে যদি তারা একবার উর্ম্মির এই দুর্গতির খবর পায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এসে নটিনীকে আটক করবে। তোমরা কি বলতে চাও, সকলে মিলে আমরা একই সঙ্গে ফাঁসী কাঠে ঝুলব?

জনতার মধ্যে অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গেল। এবার আর প্রতিবাদের নয়, ভবিষ্যতের ভয়াবহ কল্পনার।

সাঙ্কো পাঞ্জা বলিয়া চলিল, পুলিশের হাতে যদি মৃত্যুকে বরণ করে না নিতে চাও, তাহলে এস, আগে থেকেই আমরা সাবধান হই।

উল্লাস কহিল, কিন্তু আমি কি একটা প্রস্তাব করতে পারি, সর্দ্দার?

স্বচ্ছন্দে।

আমি বলি, আমাদের লুণ্ঠিত সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে উড়ো জাহাজটায় চড়ে আপনি চলে যান, আমরা জাহাজেই যাচ্ছি।

সকলেই উল্লাসের প্রস্তাবে সমর্থন করিল। কিন্তু সাঙ্কো পাঞ্জা প্রতিবাদ করিয়া কহিল, কোন সরকারী জাহাজ যদি এসে পড়ে?

উল্লাস সগর্ব্বে জবাব দিল, সাঙ্কো পাঞ্জার অনুচর আমরা, পুলিশকে কোনদিনই ভয় করিনি, আজও করব না।

তার কথাশেষের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই হাসিয়া উঠিল—তাচ্ছিল্যের হাসি। ভয়ে—আতঙ্কে সাগর-জলও যেন কাঁপিয়া উঠিল।

সাঙ্কো পাঞ্জা কহিল, বেশ, তাই হোক। তোমরা তাহলে লুণ্ঠিত ধনরত্নের সিন্দুকটা উড়ো জাহাজেই ভরে দিয়ে এসো। পাইলট? কে যাবে আমার সঙ্গে?

অনুচরদের দিকে চাহিয়া সোৎসুক নেত্রে উল্লাস বলিয়া উঠিল, কে যেতে চাও সর্দ্দারের সঙ্গে?

ছদ্মবেশী প্রতুলের মন উল্লাসে মাতিয়া উঠিল। কিন্তু—কিন্তু ননী-গোপাল কি জানে উড়ো জাহাজ চালাইতে?

তার এ সমস্যার ভঞ্জন করিল শ্যাম সর্দ্দার। কহিল, তুমিই যাও না হে ননী, সর্দ্দারের সঙ্গে।

ননীগোপালের কোন আপত্তিই নাই। ধীরে ধীরে সে সাঙ্কো পাঞ্জার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল।

সাঙ্কো পাঞ্জা কহিল, সিন্দুকটা দিয়ে এলেই তুমি তৈরী থেকো গোপাল, আমি মার্ব আর জাহাজ ছাড়বে। যাও।.. হ্যাঁ, আর একটা কথা। যদি দেখো তোমরা, সরকারী জাহাজ সত্যিই এসে পড়েছে,

# পঁচিশ

ডেকের উপর পতিত পাশেলগুলার একটা ভাঙ্গিয়া দিয়া লোকটী চলিয়া যাইতেই, তার ভিতরের বস্তুটা বিশুরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বিপদের সময় যাত্রীদের সাবধান করিবার জন্য জাহাজে এক শ্রেণীর বিস্ফোরণকারী বোমা ব্যবহৃত হয়, কেবলমাত্র বিকট একটা শব্দ এবং প্রচুর ধোঁয়া উদ্গীরণ করা ছাড়া কোন শক্তিই তার নাই—এগুলি সেই শ্রেণীরই বোমা। বিশু তার উপর বিশেষ কোন গুরুত্বই আরোপ করিল না।

তারপর যখন সে সাঙ্কো পাঞ্জার কবল হইতে সুনন্দার মুক্তির কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিল না, তখন সে এ বোমাগুলাই কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিল। এগুলার সাহায্যে ধোঁয়ার সৃষ্টি করিয়া অনায়াসেই সে সিন্দুকের ভিতর হইতে বাহির হইতে পারিবে এবং সুনন্দাকে মুক্ত করিয়া লইয়া উড়ো জাহাজটার সাহায্যে পলায়ন করিবে।

মতলবটা স্থির হইতেই সে বোমার পার্শেলগুলার উপর পিস্তলটা লক্ষ্য করিয়া একটা ফাঁকা আওয়াজ করিল। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণের শব্দ এবং ধোঁয়ায় জাহাজটা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেই সে সিন্দুক হইতে বাহিরে আসিয়া সোজা সুনন্দার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

ক্ষিপ্রহস্তে সুনন্দার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া কহিল, উড়ো জাহাজটা কোথায় আছে জানো ত? যেটায় সাঙ্কো পাঞ্জা যাবে, সেটা নয় কিন্তু।

অভিমুখে যাইতে যাইতে কহিল, মরবে, তবু পুলিশের হাতে ধরা দেবে না। আমি বালিগঞ্জেই তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করব।

জাহাজ তীরের গতিতে ছুটিতে সুরু করিয়াছিল। সাঙ্কো পাঞ্জা উঠিতেই উড়ো জাহাজও ছাড়িয়া দিল।

সুনন্দাকে পাশে লইয়া বিশু যে উড়ো জাহাজটায় আসিয়া বসিয়াছিল, কেহই সেটা লক্ষ্য করিল না। সাঙ্কো পাঞ্জার জাহাজ উড়িতেই বিশু তার পশ্চাদ্ধাবিত হইল।

প্রতুলের 'ওয়ারলেসে' খবর পাইয়াই 'জলবালা' ছাড়িয়া দিয়াছিল। এ ব্যবস্থা করিয়াছিল প্রতুলই।

সাঙ্কো পাঞ্জার জাহাজ যে কোন একটা উদ্দেশ্য লইয়া সাগরে পাড়ি দিতেছে, ইহা সে নিঃসংশয়েই বুঝিয়াছিল এবং বুঝিয়াছিল বলিয়াই হোটেল হইতে পুলিশ-অফিসে ফোন করিয়া দিল।

ফোন ধরিয়াছিলেন আনন্দমোহন। সাঙ্কো পাঞ্জা এবং তার দলবলকে একসঙ্গে জাহাজে পাইবেন ভাবিয়া আনন্দে তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন।

কমিশনার কিন্তু আপত্তি তুলিয়াছিলেন। এত পুলিশ একসঙ্গে লইয়া সত্যই যদি বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে হয়, তা হইলে লজ্জার ত শেষ থাকিবেই না, দুর্নামেও দেশ ভরিয়া যাইবে।

যুক্তি দিয়া, তর্ক করিয়া এ আপত্তি তাঁর খণ্ডন করিলেন আনন্দমোহনই। বলিলেন, আজ যদি আমরা এ সুযোগ ছেড়ে দি, তাহলে হয়ত আর কোনদিনই সাঙ্কো পাঞ্জা আর তার দলবলকে একসঙ্গে গ্রেপ্তার করতে পারব না।

আবার ক্যাপ্তের দূরবীণ চোখে লাগাইয়া বসিলেন, আনন্দমোহন তাঁর পাশে রহিলেন স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া।

নটিনী ভুল করিল। তারা জানিত না, জলবালা প্রস্তুত হইয়াই তাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে। পাল্লার মধ্যে আসিয়া পড়িতেই আনন্দমোহন কামান ছুড়িতে আদেশ দিলেন।

নটিনীতেও কামান ছিল। কিন্তু এই অতর্কিত আক্রমণে তারা আর কামান ব্যবহার করিতে পাইল না।

গভীর হতাশায় উল্লাস চীৎকার করিয়া উঠিল, যে ক'জন পার, উড়ো জাহাজ নিয়ে সরে পড়, সর্দ্দারকে খবর দাও...

কিন্তু কোথায় উড়ো জাহাজ? শত্রুর বিরুদ্ধে না দাঁড়াইয়া বৃথাই তারা এদিক-ওদিক খুজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

নটিনী চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল। নৌকায় চড়িয়া যারা পলায়ন করিতেছিল, তারাও ধরা পড়িল; সর্দ্দারের নিকট এই দুঃসংবাদ বহন করিয়া লইবার জন্য একটী প্রাণীও অবশিষ্ট রহিল না।

প্রতুলের মুখে ফুটিয়া উঠিল তাচ্ছিল্যের হাসি ; কহিল, প্রতুল লাহিড়ী আসবে কোত্থেকে ?

তার কাছেও অসম্ভব কিছু নেই। সাঙ্কো পাঞ্জা গেল গভীর চিন্তা-সাগরে ডুবিয়া। ঝড়ের বিরুদ্ধে কিছুই করিবার উপায় ছিল না।

সুবিশাল নক্ষত্র-খচিত কালো আকাশের পানে তাকাইয়া থাকিয়া সুনন্দা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, এত ক'রেও আমরা উর্ম্মিকে বাঁচাতে পারলুম না !

বিশু বলিয়া উঠিল, সত্যিই উর্ম্মির দুর্ভাগ্য !

সুনন্দা কহিল, উর্ম্মির দুর্ভাগ্য নয়, আমারই। আজ ভাবছি, প্রতুল বাবু যদি জানতেন····

কিন্তু কোন কথাই সে জানে না। তোমারই অনুরোধ মত যেটুকু ও জানতুম আমি, তাকে বলিনি। যদি সে জানত, সাঙ্কো পাঞ্জা এত বড় একটা পৈশাচিক কাজ করতে চলেছে, তাহলে নিশ্চয়ই সে বাধা দেবার চেষ্টা করত।

কিন্তু তুমি কি বলতে চাও, নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন তিনি ?

নিশ্চয়ই না।

তাহ'লে উর্ম্মি রক্ষার জন্যে তিনিও ত আসতে পারেন ?

তা পারেন কিন্তু আসবে কখন আর ? ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ত উর্ম্মি ডুববে, শুনে এলে।

ঘণ্টাখানেক ত আর কম সময় নয়। হয়ত তিনি ইতিমধ্যে এসে····

তাহলে বড় ভাল হয়, না ?

পিস্তলের খোঁজে সাঙ্কো পাঞ্জা পকেটের ভিতর হাত ভরাইতে যাইতেই ছদ্মবেশী কমিশনার গর্জ্জিয়া উঠিলেন, চট্ করে হাত তোল মাথার ওপর....

নলীগোপাল জাহাজের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল, হাতে তার লৌহ-বলয়। মুহূর্ত্তেই সে সাঙ্কো পাঞ্জার হাতে পরাইয়া দিল।

সাঙ্কো পাঞ্জার জ্বলন্ত চোখ দুটী যেন প্রতুলের মর্ম্মভেদ করিল; বজ্রের মতই সে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, গোপালের ছদ্মবেশে নিশ্চয়ই প্রতুল লাহিড়ী আমার সামনে? একমাত্র তোমারই ক্ষমতা..

ঠিক এমনি সময়েই বিশু আসিয়া অবতরণ করিল। সুনন্দা সহ্য করিতে পারিল না, এ দৃশ্য দেখিয়াই সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

প্রতুল ছুটিয়া গিয়া বিশুকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দ-চপল কণ্ঠে কহিল, বিশুরে, বিশু...

সাঙ্কো পাঞ্জার চোখ দুটা ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।